# সাবাস আটাশ।

( নক্সা )

( ১৩০৬ সাল, ৭ই আশ্বিন )

( ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। )

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

( ষ্টার থিয়েটার, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। )

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস,

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩০৬ সাল।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

# দে, মল্লিক কোম্পানীর
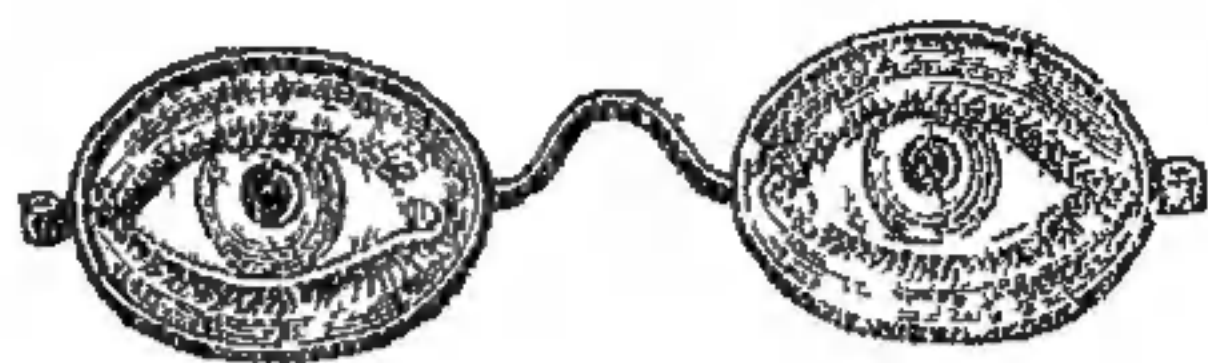
## আসল ব্রেজিল পাথরের চশ্‌মা

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা হইতে আমরা সকল রকম চশ্‌মা আমদানি করিয়া থাকি আমাদের পাথ-রের চশ্‌মা অত্যন্ত সুলভ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া, কলিকাতার ও মফঃস্বলের প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ উহা ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকেন। চক্ষু বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশ্‌মা নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে চশ্‌মা মনোমত না হয়, তবে বদলাইয়া দিয়া থাকি। চশ্‌মা সম্বন্ধীয় সকল রকম অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুলভ মূল্যে হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিস্তারিত মূল্য-তালিকা আবেদন মাত্র প্রাপ্তব্য।

দে, মল্লিক এণ্ড কোং

২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধাতু ও স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহানি, স্বপ্নদোষ, মেহ, মেধা ও স্মৃতিশক্তির হ্রাস, শিরোরোগ, মস্তিষ্কপ্রদাহ, রতিশক্তিহীনতা, মানসিক অবসাদ, জীবনীশক্তির হ্রাস, অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি অত্যধিক এবং অনিয়ম ইন্দ্রিয় চালনা-জনিত যাবতীয় শুক্রপীড়া ও তজ্জনিত বিবিধ কষ্টকর উপসর্গের সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজন পরিচিত—

একমাত্র অশেষ ফলপ্রদ মহৌষধ '

দেখিতে সুন্দর, আস্বাদনে মুখপ্রিয়, গুণে অতুলনীয় অথচ মূল্যে সুলভ।

মূল্য প্রতি শিশি একটাকা মাত্র।

মাননীয় বড়লাট বাহাদুরের

অবৈতনিক চিকিৎসক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য ও পরীক্ষক, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার পূর্ব্বতন অধ্যাপক ডাঃ রায় দয়ালচন্দ্র সোম এম, বি, বাহাদুর বলেনঃ—"আমার সম্পূর্ণ ধারণা যে, যে সমস্ত রোগে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া কথিত, তৎসমুদয়েই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ "

পাইবার একমাত্র ঠিকানা ঃ—

জে, সি, মুখার্জি—ম্যানেজার।

ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্।

রাণাঘাট—বেঙ্গল।

# নাটকীয় পাত্রপাত্রিগণ।

## পুরুষ।

রাজা বিজয়কৃষ্ণ।

| | |
|---|---|
| হরলাল ... .. | কলিকাতানিবাসী ভদ্রলোক |
| কমল, ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু, হরেণ, বরেণ ও খগেন | কমিশনারগণ। |
| রঙ্গলাল .. .. | জনৈক ভদ্রলোক |
| ভবানী ও রসময় ... ... | সবর্ব্বের কমিশনার। |
| বাঁশী ... ... | ভবানীর শ্যালক। |
| ভোলানাথ .. . | জনৈক গৃহস্থ। |
| বটকৃষ্ণ ... ... | নূতন উকীল |
| অনঙ্করানন্দ শব্দব্যোম ... | লেডি-স্কুলের পণ্ডিত। |
| হেমন্ত ... ... | ঐ প্রফেসার। |
| বনমালী পাঁজা ... | ঠিকাদার। |

পুঁটে, কৃষকগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

---

## স্ত্রী।

| | |
|---|---|
| শ্যামাসুন্দরী . | হরলালের স্ত্রী। |
| ক্ষীরোদা ... ... | রসময়ের স্ত্রী |
| গিরিবালা . ... | প্রতিবেশিনী। |
| অনঙ্গমুঞ্জরী, মঞ্জুকান্তি, বরাননী, পাগলিনী ও কুন্তলীন-কুন্তলা। ... | ছাত্রিগণ। |

মহিলাগণ, নাপ্তিনী ও পরিচারিকা, গোয়ালিনিগণ,

... মালিগণ, মুর্দ্দাফরাসনিগণ ও অভিনেত্রিগণ।

## সূচনা।

বধূমাতাগণ।

( গীত )

ছি ছি ছি ছি ছেড়ে দাওনা ভাই।
ও মিনি মাইনের চুলোর চাক্‌রীর মুখেতে দে ছাই॥
মিটীং করে এস ঘরে শুকিয়ে সোণার মুখ,
বুঝবে কি নীরস পুরুষ ফাটে নারীর বুক,
আবার দুখের উপর দুখ দেখনা বকুনি বড়াই।
আমরা নিয়েছি আবদার, বলছি নাথ শুন খবরদার,
আর পা বাড়িওনা'ক মাড়িওনা'ক টাউন হলের ধার ;
যাক যাক সে বালাই
খেয়ে ঘরে তাড়িয়ে বনের মোষ,
মিনি দোষে ধরে ক'সে একিলো আপসোশ ;
ফোঁস ফোঁসানি কাজকি স'য়ে বল্‌না আসে ছেড়ে ঠাঁই।
মিষ্টার নাথ বাবু নাথ শোন প্রাণের স্কোয়ার,
বলি পায়ে ধরে মাথার কিরে আর স'যনা খোয়ার ;
মানে মানে মান রাখনা আমরা তা'তে বর্ত্তে যাই॥
নৈলে দাড়ী নেড়ে গাড়ী চ'ড়ে বেড়িওনা'ক আর,
জ্বেলে গোঁফে আগুন কোটো বেগুণ
পরে শাড়ী চুড়ি চন্দ্রহার ;
পুরুষ হ'যে পৌরষ গেলে রইলো কি সুধাই তাই ?
তোমরাই কি বল ছাই ( হ্যাঁ হ্যাঁ ) ফাই—ফাই—ফাই।

O.I.3/15 — B.2.268 2251/15

# সাবাস আটাশ।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

হরলাল বাবুর অন্তঃপুর

( হরলাল ও শ্যামাসুন্দরী )

হর। আর বাড়ীতে কাজনেই ও কথা রেখে দাও, এখন জমীটুকু কেনাদামে বেচতে পাল্লে বাঁচি।

শ্যামা। ওকি অলক্ষণে কথা! কত কষ্টে হয়েছে তা বেচবার নাম কর কেন?

হর। বেচবার নাম কচ্ছি বড় প্রাণের সুখে! ফুরতি উথলে উঠেছে কিনা, একে প্লেগের হাঙ্গামেতে জমীর দর তো থমথমে হয়েই গেছলো, তার উপর এই নূতন আইন পাশ হবে শুনে একেবারে নেবে গেছে।

শ্যামা। তোমার যেমন কথা! আইন হয় হবে তা বলে কি কল্‌কেতায় মানুষ থাকবে না? না লোকে বাড়ী ঘর দোর কর্ব্বেনা? যাইত না—কখনই বা অবসর পাই, তবু যদি কখনও

যবতে তেতলার ছাতে উঠি—ওমা যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি ভাবা বাঁধা সব নূতন বাড়ী হচ্ছে। আর জাহ্নবী নাইতে গেলে ইটের গাড়ীর ভিড় ঠেলে আমাদের গাড়ী এগুতেই পারে না। সবাই বাড়ী করছে ওঁর এক ঢং।

হর। দেখ যা আইন আছে, এতেইতো আমি কল্‌কাতায় বাড়ী করতে নারাজ ছিলেম আমার জমী, আমার পয়সা, আর প্রাণধন সাহেব যে বছোকদ্দি পেয়াদাকে সঙ্গে এনে মুখ নাড়া দেবেন—এ আমি সইতে পারবোনা তার উপর নূতন আইনের ব্যবস্থা—ও বাবা দণ্ডবৎ!

শ্যামা। কেন তাতে হবে কি? কোম্পানী কি এখন বাড়ী করলে ভাগ বসাবে?

হর আরে দূর পাগলী, এক কোম্পানী শিখে রেখেছ কোম্পানী কে এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি? এ হচ্ছে মিউনিসিপাল।

শ্যামা। তা সে পালিশাই কি করবেন?

হর ছি ছি! আমি এলে ফেল্ কত মিটিংএ এ্যাটেণ্ড করি, কাগজে করেশপণ্ডেন্স লিখি, আর তুমি আমার স্ত্রী হ'য়ে মিউনিসি পাল উচ্চারণ করতে পারনা? এতে আমার বড় কষ্ট হয় একটু যদি ভাল করে পড়তে

শ্যামা তাহলে যে এই আড়াই মাস বাঁধুনী ছেড়ে গেছে আর কি রান্না ঘরে ঢুকতেম? আটটার ভেতর আপীসের ভাত বাঁধতো কে?

হর Certainly—তা তোমার গুণ অনেক আছে; আর তার জন্য আমি তোমার কাছে সর্ব্বদাই গ্রেটফুল থাকি,—

শ্যামা। আর ঘেঁটের ফুল কাজ নেই একটা সিক্রেট ফল

গেলে বাঁচি তোমার সে মিস্পেপালই হোক আর মাগীপালই হোক বাড়ী কল্লে কি করবে তা শুনি ?

হর শুনবে কি ? এখন তো বাড়ী করতে গেলে নিজের বাড়ী কি রকম হবে তার নক্সা দিতে হয় এবার সমস্ত ভারত-বর্ষের ম্যাপ আঁকতে হবে

শ্যামা। কেন তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি ?

হর। কাদের সঙ্গে ?

শ্যামা ঐ যাদের কথা বল্লে—ভরত ভর্ষা না কি—তাদের সঙ্গে ?

হর Pity Pity ! so dearly dunce ! so sweetly bitter !

শ্যামা ও কথা তুমি বুঝবেনা, আমি সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন—যে ভিটেয় আমি বাড়ী কর্ব্বো সেইখানে ইলিস মাছ ভাজতে চড়ালে যত দূর তার গন্ধ যায় ;—উত্তর—দক্ষিণ—পূর্ব্ব পশ্চিম—বায়ু—নৈঋত—অগ্নি—ঈশান

শ্যামা। ভূত প্রেত দানা দৈত্যি—দক্ষিণ মশান।

হর। মরি রসিকতাটুকু আছে দেখি যে.

শ্যামা বোঝনা এই বালাই প্যাঁজের গন্ধ না দিলেতো তোমার কাছে রস মজেনা ; এখন যা বলছিলে বল

হর বলছিলেম আর কি, সেই যতদূর গন্ধ যায় বা দৃষ্টি যায় যাই বল—ততদূর চারি দিকের বাড়ীর আঁচে আঁচে নক্সা দিতে হবে. তারপর ইঞ্জিনীয়ার এসে দমকল বসিয়ে জমীর জল শুষবে ; শেষ—এখানে এতটা ছাড় ওখানে এতটা বাড়, কোমর ভোর গাঁড়া বাঁশভোর খাড়া, এতটা উঠোন বারাণ্ডা চতুষ্কোণ, এইখানে ঘর এইখানে দোর এইখানে নর্দ্দামা, তারপর ড্রেনের সুড়ঙ্গ জলের কল নোংরা নল—আর কত তোমায় বলবো।

শ্যামা  ভাল না হয় হঁলোইবা; না হয় কোম্পানী—দুষ মরুকগে, তোমার ঐ পাল সাহেবের হুকুমে ভদ্রাসনখানা ভালই হলো; তোমার জমীবতো আর কমি নাই, একবার বইতো আর হ'বার নয়, কষ্টে শ্রেষ্টে না হয় করলেই বা।

হর। আমার যেন একটু বেশী জমী আছে, কিন্তু সকলের কি তা সুবিধা হবে? আচ্ছা তা যাক আপনার দিক দিয়েই দেখি, একবার বাঙ্গালী হয়েই বোঝাই।

শ্যামা। হ্যাঁ টুন্টুনী সাহেব ত ই বোঝাও তোমার পায়ে পড়ি, আমিও বুঝবো।

হর। দেখ আপাততঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় চারটী বাবাজী আছেন, এখনো তুমি কার্ত্তিক পূজা চালাচ্ছ আরো কি হয় কি জানি, কিন্তু ধর নয় চারটীই, মনে কর আমার অবর্ত্তমানে—

শ্যামা। বালাই ওকি কথা!

হর। বলি বালাই বললেতো রেহাই নেই; একদিনতো মর্ত্তমান দেখাতেই হবে; আর মর্ত্তমান কে মূর্ত্তিমান দেখলেই বর্ত্তমান লোপ হবে; তখন চারটী ছেলে যদি ভিটেখানি ভাগ করে নিতে চান, তাহলে কোন ইঞ্জিনীয়ারের ঠাকুর দাদা এসে ঐ "পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ দক্ষিণ ছেড়ে উত্তর বেড়ে বাড়ী করগে ভেড়ের ভেড়ে" গোছের চারিখান বাড়ী ভাগাভাগী করে দিতে পার্ব্বে?

শ্যামা। বেশতো ভাইতো ছেলেরা একসঙ্গে থাকবে।

হর। আর চার বেটী বৌ যে চার চেয়ে ষোলো বাটা কাটা-কাটী করবে।

শ্যামা। তাই নাকি সবাই কোচ্চে—

( পুঁটের প্রবেশ )

হব  কিবে পুঁটে ?

পুঁটে  কাকীমা কাকীমা, কাকা! দেখ আমি একখান খবরেব কাগজ পেয়েছি, এতে কত কি ওষুধের কথা লেখা আছে, এখানা রাখ তোমায় আব ডাক্তাব ডাকতে হবে না

শ্যামা  কি কাগজরে পুঁটে ?

পুঁটে  নূতন বেরিয়েচে; "ব্রহ্মাণ্ড" হাঁ৷ কাকা অণ্ড তো ডিম, তবে ব্রহ্মা কি ডিম পাড়তেন ?

হব  দূব পাগলা, ওগুলো ইতবের কথা বলতে নেই

পুঁটে। দেখ কাকা, কাকীমা শোন—কেমন একটা মজার নূতন ঔষধ ছাপিয়েছে

শ্যামা। কি ওষুধ পড়না শুনি।

পুঁটে  এই শোন, এই শোন—

আশ্চর্য্য কাণ্ড! অদ্ভুত ব্যাপার!!

আব কষ্টেব ভয় নাই!

## দিবা-মরণারিষ্ট।

"মিসর দেশে ভারতী নদীর তীবস্থ ভয়ঙ্কর মরুভূমির বিজন বননিবাসিনী পরমহংস পরিব্রাজক ভূতপূর্ব্ব স্বামী—আপাততঃ শ্বশুর—শ্রীমৎ ঘুতঘুতানন্দ মহারাজা, চতুর্দ্দশ বর্ষ ঘোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভরূপ দু'টী ডিম্ব প্রসব করিয়াছেন"—কাকা, ঐ দেখ এই খবরের কাগজে সিদ্ধিপুরুষের ডিম্ব প্রসব লিখেছে,—

হর  তা লিখুক ও, যার যেমন প্রবৃত্তি তার তেমনি ভাষা;

একটা গল্প শুনবি—যে বিদ্যাসাগরের চরিতাবলী পড়ছিস তিনি একজন ভটচার্য্যি বামুনের লেখা একখানি ব্যাকরণের দু'এক যায়গা কেটে দিয়েছিলেন, ভটচার্য্যি তাই না শুনে রেগে বল্লে—"বটে বিদ্যাসাগর আমার বইয়ে কলম চালিয়েছে, তবে এবার আমি তাঁর বইয়ে কোদাল পাড়াবো।" বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোন লোক এই কথা বলাতে সেই মহাপুরুষ একটু হেসে বলেছিলেন,—"তা যার যা অস্ত্র "

পুঁটে। হ্যাঁ কাকা বিদ্যাসাগর মহাশয় মানুষ ছিলেন? এমনি করে কথা কইতেন? আমি মনে কত্তেম কোন ঠাকুর.

হর। হ্যাঁ তাই। এখন তুই কি ওষুধ পড়ছিলি পড় আমায় বেরুতে হবে

পুঁটে প্রথমটার নাম রতি-কেশরী অর্থাৎ কেশরীর ন্যায়—

হর যা যা ছেড়ে দে—আর কিছু থাকে পড়।

পুঁটে আর যেটা মজার সেইটেই তবে শোন—দ্বিতীয় ঔষধ "দিবা-মরণারিষ্ট"। অর্থাৎ এই অরিষ্ট প্রত্যহ সেবন করিলে আর রাত্রে মরিতে হইবে না। দিবসে হাসিতে হাসিতে কাশিতে কাশিতে কণ্ঠশ্বাস হইবে। মঙ্গলময় মরণের এমন ঔষধ আর নাই। এই "দিবামরণারিষ্ট' বা অন্য কোন নাম দিয়া আর যাঁহারা ঔষধের বিজ্ঞাপন দিবেন তাঁহারা ঘোর প্রতারক, একমাত্র আমরাই এ বিষয়ে যুধিষ্ঠির। পরমহংস মহারাজ এই ঔষধ বিনা-মূল্যে বিতরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন, তবে কেবলমাত্র ডাক মাশুল ও পরোপকারব্রত পালনের খরচার জন্য ৫।/০ মাত্র শিশি প্রতি লইব। তাহার সহিত উপহার সনাতন ধর্ম্মের সার "বকাণ্ড পুরাণ" এবং প্রত্যেক ভদ্রলোকের প্রয়োজনীয়

"অনঙ্গ অভিসার" নামক দুইখানি কুড়ি টাকা মূল্যের অমূল্য গ্রন্থ লেবেলের সহিত শিশি ফিরাইয়া দিলে "কামরূপ-কেচ্ছা" রহস্য পুস্তক পাইবেন। এই রহস্যপূর্ণ পুস্তক পাঠ করা অবধি ইন্দ্রনাথ বাবু ভয়ে বই লেখা বন্ধ করিয়াছেন। ক্রমে পরম-হংসদেবের নিকট হইতে চাট্নি আদি পাইব তখন আমরা নিজেই একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিব।

হর হুঁ বটে, একটা দাঁও এঁচেছেন ? নে তুই ভাত খাবিনি ইস্কুলের বেলা হচ্ছে যে, আমি বেরুলেম—আসি গো।

শ্যামা আ আমার মুখে আগুণ! রোস রোস তোমার টিফিনের বাক্স দিতে ভুলেগেছি।

[ প্রস্থান।

হর এ কাগজ তুই কোথায় পেলিরে ?

পুঁটে মেজকাকী যে নেন।

হর। মেজ বৌমার বুঝি খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই কাগজ পড়েন।

পুঁটে তিনি বুঝি কাগজ পড়েন ? তিনি মোড়কও খোলেন না। অতগুলো বই পা'ন তাই পাঁচদিকে করে বছরে দেন। আমি কাগজ নিয়ে নিয়ে মজার বিজ্ঞাপন পড়ি।

শ্যামা। নে নে, যা যা ওসব এখন পড়ে না বাবাটা বাইরে নিয়ে আয়।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### বীডন-স্কোয়ার।

গোয়ালিনীগণ।　　　( গীত )

গোল ঘর ঘসে নিকিয়ে রেখো ভাল করে ধুয়ে সাফ্।
কলে নলেতে বাঁধ্ ভাবিলো ঘোরাতে ফেরাতে মাপ্।
ঘট্‌লো লেঠালো হায়, কেঁড়েটি কেঁকালে কাঁদে,—
জল পাবনা, খাঁটী দুধেতে দেব কি—হ'লো কিলো পাপ॥
গয়না রয়না ওলো দেখি গায়,
লাইসেনি দেনা দিতে বুঝি যায়,
দধি মথিব কিসে, ননী যে হবে না ছানা যে পাবনা,
দলে দলে দলে গোয়ালিনী মিলে জলে দিব ঝাঁপ॥

[ প্রস্থান।

( ভূতনাথ ও কতিপয় কমিশনরগণের প্রবেশ )

কমল　সেকি কথা আপনি থেকে যাবেন কি? তাহ'লে তো সব বাজে হবে!

ভূত। কি জান কমল বাবু—Personally speaking—

নেপেন। না মহাশয়, ও আপনি পার্‌শন্যাল্ টার্‌শন্যাল রাখুন এখন সময় নয়, আমাদের সঙ্গে আসতেই হবে আমরা আপনার উপর জোর করবো

ভূত। নেপেন বাবু আমার কি আপনাদের উপর সিম্প্যাথি নাই; প্রিন্সিপ্যালটাও মানি, কিন্তু আই এ্যাম্ এ্যাফ্রেড—

প্যারি Afraid—ভয়! ছিছি ওকথা আপনার মুখে ভাল শোনায় না।

ভূত। না না পিয়ারিচরণ, আমি বলছিলেম যে I am afraid perhaps I have no right to tender my resignation.

কমল কেন? সেকি! আপনার কি এমন মরাল্‌ওব্‌লিগেসন আছে? রাদার আই ইন্‌সিষ্ট—

ভূত। আমার কথাটা শোন না—Have I any right to mar the prospects of my own poor children? There are three boys yet—

নেপেন To be provided for? (টু বি প্রোভাইডেড্‌ ফর?) আচ্ছা তাদের ভার আমার উপর; আই প্লেজ্‌—

ভূত বাস্‌ বাস্‌ আর বলতে হবে না, ঐ টুকুনি আমার মনে খুঁত ছিল; নইলে নিজের একরম যাহোক—

নেপেন। তবে চলুন আর দেরি করে কাজ নেই, হবেন্দ্র বাবুকে তুলে নিয়ে যাওয়া যাক

(বটকৃষ্ণের প্রবেশ)

কমল। বটকৃষ্ণ যে—কোথায়?

বট। এই আপনাকেই বাড়ীতে খুঁজে আসছি। তারপর কি হোল—আপনারা ডিটারমিন তো?

নেপেন। দেখা যাচ্ছে, একো আর ছেলেখেলা নয়।

বট। ছেলেখেলা কি! Most serious serpentine problem of poetical paradox! The corinthian catacomb of concoursive concussion! The future

fate of feberile India hangs on the hair of Democles !

কমল বটকৃষ্ণের তো খুব এলোকোয়েন্স আছে দেখছি

বট। কিছু না কিছু না। Not at all to be the compared with that of Demosthenesis !

নেপেন How modest! খুব তো বিনয়ী দেখছি। আপনি কোন বারে জয়েন করেছেন ?

বট বৃহস্পতি বারে।

কমল। তা নয় তা নয় বটকৃষ্ণ, নেপেন বাবু জিজ্ঞাসা করছেন তুমি কোন (Bar এ Practice) বারে প্রাক্‌টিস্ কোচ্ছ ?

বট (Oh you mean Bar) ও ইউ মিন বার—নট্ বার ; আমি আলিপুরেই বেরচ্ছি ; কিন্তু কি জানেন এখন তেমন জজ টজ আর এদেশে আসে না—আমাব ট্যালেণ্ট তেমন এ্যাপ্রিসিয়েট্ করবে কে ? I am sorry that I have taken law my *profession*

নেপেন। The profession returns you the compliment,—I am sure !

বট (Thank you don't mention) থ্যাঙ্ক ইউ ডোণ্ট মেন্সন্। সে যাক আপনারা আর (vaciphilate) ভ্যাসিফিলেট্ করবেন না, Let your word shoot your action ! ও আর কথাবার্ত্তা নেই একেবারে রিজাইন্ দিয়ে ফেলুন Let the Hemisphere stair with the wonderous fair at your dreadful deed. তা নইলে আপনাদের কন্‌ষ্টিটিউসন্‌বা আপনাদের কি বলবে ?

রস। কিন্তু সে সব ইন্‌সিগ্‌নিফিক্যাণ্ট লোক।

ভবানী। ওহে বাপু ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে গেলেই ব্যাঙ হয়। স্নাগ করো না, তুমিই বা কি ছিলে—করপোরেসনে ঢুকেই তো সিগনিফিক্যাণ্ট হলে তা না হলে ছেলেব বিয়ের সময় সাড়ে নয় হাজার হাঁকতে সাহস হোত? তেমনি যেযো পেমোও ইলেক্ট হলেই সিগনিফিক্যাণ্ট হবে যেমো কাপড়ের দোকানে ৫০৲ টাকা লাইসেন্স দেয়, জেতে বামুন—চক্রবর্ত্তী, সে একজন রেস্‌-পেক্টেবল মার্চ্যাণ্ট—বড়সওদাগর, আর ফকির মিস্ত্রিব বিএ বি এল বাস্‌ মিটিংএ বসলে তোমাব সঙ্গে আমাব সঙ্গে তফাৎটা কি? কে কি বলতে পারে? এখন তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে বোল্ডলি উইথ্‌ড্র করবে কি না বল?

রস সেটা বড় বিশ্বাসঘাতকতা—ব্রিচ অফ্‌ ফেথ্‌

ভবানী। আচ্ছা বেশ একখানি চিঠি লিখে দাও, আমি হরেন হোক নেপেন হোক একজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি

বাঁশী হ্যাঁ তাব পব চিঠিখানা আমাব দেবেন, সেই নোটিশের চিঠি যেমন ডাকে দিয়েছিলেম সেই রকম কবে দেব

বস। ভবানী বাবু যা করে ফেলেছি এবাবটা আমাব মাপ করুন না হয় আবার রিইলেক্ট হবার জন্য দাঁড়াব

ভবানী বটে. দাঁড়িও না একবাব ইলেকসনের জন্য; আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে বাবণ করে দেব টাউনের সঙ্গে আমাদেব কি সম্পর্ক? আমরা কেন ওদেব ল্যাজধরা হতে যাব?

রস স্নুবার্ব্বেরও তো ছেড়েছে—দেখুন খিদিরপুরেব—

ভবানী ছোঁড়া? ছোঁড়া পেট্রিয়ট হচ্চেন! দেখনা অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ট্যাজিষ্ট্রেট সব ঘুচবে।

বাঁশী ঐ আনাড়ী কাজটা খালি হলে আমায় কবে দিতে হবে; ও বিদ্যেটা আমি খাঁ করে শিখে নিয়েছি। সেদিন কল-কেতায় যে আনাড়ী ঠাকুর পয়সা ছড়ান ছুঁড়ীকে জেলে দিয়েছেন তিনি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বার করে দিয়েছেন যাকে দেখবার [illegible] বেশী লোকে জড় হয় সেই ভিল্যান, আর চোর বদমাইস যে সে তাতো ধরাই; আর জেলখানা হচ্চে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; তার পর জাঁকিয়ে বলবো যে এই রাজ্যের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের ভার আমারি উপর;—

ভবানী। বাঁশী এই না বললেম অত জিভ আলগা কর'না।

বাঁশী। বল্‌গা দিচ্চি বল্‌গা দিচ্চি, হেট্ট হেট্ট খাড়া রও

ভবানী। Now once for all রসময় বাবু কি বল, চিঠি লিখবে কি না?

রস। আজ্ঞে কি জানেন—কি জানেন কথাটা—

ভবানী। ও বুঝিছি; বেশ তোমার দ্বারা হবে না, বাড়ীতে বোলে ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি মিসেস্ রসময়ের কাছে,—সোজা হও কিনা বুঝছি।

রস না না না না, আজ ক'দিনের পর একটু হেসে কথা কয়েছে, কি করতে হবে বল ভবানী বাবু আমি তাই করছি।

ভবানী। তবে চল ওঘরে চিঠি লিখবে চল।

রস। কিন্তু এর পর লোকে যদি ধিক্কার দেয় তামাসা করে?

বাঁশী। গায়ে মাখবেন কেন? দুনিয়ায় যদি বড় হতে চা'ন লোকের কথায় কাণ দেবেন না; আর একান্ত যদি রাগ হয় আমি একটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেব সেরে যাবে

[ সকলের প্রস্থান।

# পঞ্চম দৃশ্য।

## হ্যারিসন রোড।

( ঝাড়ুওয়ালীগণের প্রবেশ )

( গীত )

হয়রান হয়রান হয়রান
দোনো বেলা ঝাড়ু ঠেলা কেয়া লবেজান।
বাবুলোক হুয়া কমিসান, কিয়া গরিবকা জান পেরেসান,
পাঙ্খা ঢুলাওয়ে পেয়াদা বোলাওয়ে, হুকুম চালাওয়ে ;
আরে আরে আরে আরে, মারে মারে মারে মারে,
ক্যায়া কিয়া নাদান।
ঝাট্ ঝাট্ ঝাট্ ঝাড়ু লুটাও, ধুমধাম ধুমধাম ধূলি উঠাও,
দেরে দেরে দেরে ঘর দোয়ার ভোরে,
ঘুম ঘুম ঘুম কর্, ডাল দেরে ডাল দেরে আঁখি ভর্ ভর্ ;
লাগা ধান্ধা, কর্ অন্ধা হর্ রাহাজান

[ প্রস্থান

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

বসময়ের অন্তঃপুর।

গিরিবালা, ক্ষীরোদা ও নাপতিনী।

গিরি। হ্যাঁলা ক্ষির, তোর স্বামী নাকি কমিশারী কাজ ছেড়ে দেবে?

ক্ষীর। হ্যাঁ ভাই, শুনচি নাকি ওদের মানের গোড়ায় ছাই পড়েছে।

গিরি। আর তুই অমনি তাই করতে দিলি? সেবারে যখন ময়রারা আমাদের বাড়ীর পাশে বাড়ী করতে আসে, তোকেই ধরে তাঁকে বলাতে গেই দোকান কাটা বন্দ করিয়েছিলাম। তোর সোয়ামী নাকি অজবুক হয়েছেন তাই এমন কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন।

ক্ষীর। কি জানি ভাই আমি তো কোন কথায় কথা কইনি

গিরি। কথা ক'সনি কিলো! একি কথা বোলে কথা—লাট সাহেবের সঙ্গে তুকাতক্কি! তুই ভাই তোর বাবুকে বলে এ মতলব ফিরিয়ে দে; কেন তোর কথা কি শোনেন না? তিনি নাকি জবাবের কাগজে সই করেছেন? তা সে সই পুঁচে ফেলিয়ে দে বলিস তো যা হুকুম করিস তাই শোনেন, সেবারে নাকি তোর ছেলের বের সময়ে তোরই কথাতেই সাড়ে ন' হাজার টাকা চেয়েছিলেন?

ক্ষীর। তা মিছে বোলব না সে গুণটুকু আছে।

( গীত )

আহা গুণময় সে যে রসময়।
গুণে ঘুণ ধরে না নুন ক্ষরে না কত দেব পরিচয়।
সে আমার বড় প্রিয়, প্রিয় চেয়ে প্রিয় হয়,
গুণে শোণ ওঠে না গায়ে ফোটেনা চটের কলে বোনা নয়
যেন কাকের পিছে ফিঙে, ফেরে হাতে নিয়ে শিঙে,
গিয়ে রোগীর কাছে আঁচে আঁচে ফুঁকতে সেটি কয় ;—
(আহা) লোকে ডাকলে পরে পেটের তরে
দেখে তারে অসময়

গিন্নি। এই দেখদেখি ভাই, এত গুণের রসময় তোর— তাকে পরাজয় করতে পারবিনি ?

ক্ষীর কিন্তু ভাই একটা ভয় হয়, একবার সই করে পেছিয়ে এলে যদি লোকের কাছে অপদস্থ হয়, পাঁচ জনে যদি নিন্দা করে ?

গিন্নি। হাঁা নিন্দে করবে না ছাই করবে। দেখিস এর পর কত খোসনাম হবে, সাহেবের কাছ থেকে নিশান পাবে, হয়ত খাঁ খয়ের খাঁ বাহাদুর টাহাদুর খেতাব পাবে।

ক্ষীর। ভবানী বাবুত ডেকে পাঠিয়েছিল, কি সব কথাবার্ত্তা হয়েছে সে সব তো এখন শুনিনি ; ভবানী বাবু নাকি নিজে ছাড়ছে না

গিন্নি হাঁা সে পোড়ারমুখো অমনি ছাড়বে ? ওই থেকেই তার যা কিছু বড়াই ; হতভাগার জ্বালায় গঙ্গা নাইবার যো নাই। নামটা করলি আজ বরাতে কি আছে জানিনি, এখন যাই

[ গিন্নি আর প্রস্থান।

ক্ষীর। আমায় না জিজ্ঞাসা করে, ভবানী বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে, ধাঁ করে সইটা করে দিয়ে এল। এই যত হতভাগা কলকাতার গোঁয়ার গড়া কমিশনারেরা জুটে মিন্সেকে এই ফাঁদে ফেলেছে।

( নাপতিনীর প্রবেশ )

নাপ। এই যে মা ঠাকরুণ, এস একবার আলতাটা পরিয়ে দিয়ে যাই। হ্যাঁগা বাবু কি করেছেন? বাড়ুয্যেদের বাড়ী কামাতে গিয়েছিলেম, সব ছি ছি—শতেক ছি করছে।

ক্ষীর। কেন! কেন! কি হয়েছে? কি শুনলি?

নাপ কি নাকি কি ধর্ম্মঘটে সই করে ত্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন না কি সভার মাঝখানে যত ভদ্রলোকে মিলে লজ্জা দিয়েছে, সকলে ছি ছি করেছে

ক্ষীর। কেন, কেন, কি হ'য়েছে কি শুন্‌লি?

নাপ কি নাকি—কি ধর্ম্মঘটে সই ক'রে ত্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছেন; নাকি সভার মাঝখানে যত ভদ্রলোকে মিলে লজ্জা দিয়েছে; সকলে ছিছি করেছে

ক্ষীর। সত্যি নাকি? ঠিক শুনেছিস্?

নাপ হ্যাঁগো, স্কুলের ছোঁড়াগুলো নাকি হাততালি দিচ্ছে,—ছড়া বেঁধেছে।

ক্ষীর বটে, বটে, মিন্সে চলালে?

[ প্রস্থান।

নাপ।—       ( গীত )

ছি-ছি-ছি-ছি-ছি !
যারে ব'ল্লে ছি তার ধিক্‌জীবনে রৈল কি ?
পুরুষের নাই কথার ঠিক্,
তাবে কে বল্ না দেয় ধিক্।
ফিক্ ফিক্ ক'রে মুচ্‌কে হেসে আমিত মুখফিরিয়ে নি' ॥
আমার প্রাণের পরামাণিক,
খেলে মেনে এমন ধিক ;
নিজের হাতে জ্বেলে নুড়ো তার মুখেতে গুঁজে দি' ॥

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিদ্যালয়

অনঙ্গমুঞ্জরী, মঞ্জুকাঞ্চী, পাগলিনী, কুন্তলীন-
কুন্তলা, বরাননী ও অনঙ্করানন্দ।

অনঙ্গ   পণ্ডিত মশায় আমায় যে আজ কৃদন্তটা বুঝিয়ে দেবেন বলেছিলেন ?

মঞ্জু   না পণ্ডিত মশায় সেদিন আমায় সপ্তমী বিভক্তি বুঝিয়ে দিলেন, কিন্তু এখনও সন্ধিবিচ্ছেদ ভাল বুঝলেম না।

পাগ   না পণ্ডিত মশায় মঞ্জু "বিচ্ছেদ" খুব বুঝেছে ; সেদিন আমায় বোঝাচ্ছিল।

মঞ্জু। হাঁ, বুঝেছি ;—তুমি তারি জান ? শুধু বিচ্ছেদ বুঝলে কি হবে, সন্ধিতো বুঝিনি।

অনঙ্গর। আহা হাঃ—স্থিরাভবা, স্থিরাভবা, মা কুরুপাণ্ডবা-কোলাহলাৎ।

কুন্ত। অ-পণ্ডিত মশায় মা বলছেন কাকে ? আমরা হলেম আপনার নাত্নী।

অনঙ্গর। অয়ি কুন্তলীন-কুন্তলে! মচ বলাৎ মা ভবাদর্শ জনাৎ। মা কুরুপাণ্ডবা কোলাহলাৎ ইত্যর্থাৎ—মার জন্যে কোলাহল করে, কুরুপাণ্ডবদিগের ভীষণ লঙ্কা সমর উৎপাটিত হ'য়েছিল

বরা। হাঁ পণ্ডিত মশায়, সেদিন ভূগোলে মিসর দেশের কথা প'ড়ছিলেম, সেটা কোথায় ?

অনঙ্গর আরে এ আর জাননা ? তবে তোমরা ইংরাজী পঠা-মান কর কি ? মিসরদেশ হোল' কোথায় জান ? বিলাতের অন্তস্পাতী যে মার্কিন্ মুলুক আছে, তার মধ্যস্পাতী যে রুষ-পর্ব্বত আছে, তার অধুত্যকায় যে শিপ্রা নদী আছে তার উপকণ্ঠে মেসর দেশ।

সকলে। চমৎকার! চমৎকার! ব্র্যাভো ব্র্যাভো মিষ্টার পণ্ডিত!

অনঙ্গ এইবার পণ্ডিত মশায়, কুমারসম্ভব অর্থটা বুঝিয়ে দেবেন ব লেছিলেন বুঝিয়ে দিন

অনঙ্গর। ভো বালিকাবৃন্দা! কুমারসম্ভব কি জান ? এই শ্বেতবাক্যে অর্থাৎ সাদা কথায় লোকে বোলে থাকে সন্তান সম্ভব। তেমনি ভোগমতী পার্ব্বতী যখন উদরমতী হন, তখন একদিন

রাজর্ষি নারদকে আপনার হাত দেখান, নারদ বলেন—'মাগো জগদম্বিকেচরণ দেখছি ভবদীয় শ্রীচরণকরপল্লবে মঙ্গলের রেখা বর্তমান হইয়াছে, সুতরাং তোমার কুমারসম্ভব, অতএব তোমার তনয়া হবার সম্ভব ”

পাগ। শব্দ-ব্যোম মহাশয়! আগে ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন আমাদের পড়াতেন তিনি এরূপ ব্যাখ্যা একটীও করতে পারতেন না, এখন বুঝছি তিনি কিছু জানতেন না

অনক্ষর এই ধাবমান করতে পেয়েছ পারবে না কেন, তোমরা হ'লে বুদ্ধিমতী; বেঁচে থাক বেঁচে থাক—অহল্যা দ্রৌপদীর মতন সতী হয়ে, চিরজীবিকা থেকে, সতত পতিলাভ কর।

অনঙ্গ পণ্ডিত মশায়, আমাকে ও আশীর্ব্বাদ করবেন না; আমি বিবাহই ক'রবো না।

অনক্ষর। কেন কেন অনঙ্গমুঞ্জরে, ভবাদর্শের বিবাহে মত অনমুরাগিণী কেন? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বিবাহ সম্বন্ধ, অতি ভীষণ মহামহোপ্রধান অলঙ্ঘনীয় স্ত্রীধর্ম্ম।

অনঙ্গ। আমি চির-কৌমার-ব্রত অবলম্বন ক'রে আজীবন আপনাদের কাছে লেখাপড়া শিখবো, আমার এতে বেশী আনন্দ। ইংরাজী শিখবো, ভাল করে সংস্কৃত শিখবো, আর যদি সংসারে মন দিতে হয়, যে রোগীর শুশ্রূষা করবার কেহ নাই কন্যার ন্যায় তাঁর সেবা করবো।

বরা দেখছেন পণ্ডিত মশায়, অনঙ্গ অনেকটা আপনার ভাষা শিখেছে, ও আপনার প্রতি নিতান্ত——

অনক্ষর। নিতান্ত নয়, স্ত্রীলিঙ্গে ওটা নিতান্তাঃ হবে।

বরা। হ্যাঁ হ্যাঁ নিতান্তাঃ—নিতান্তা ভক্তিমতী।

অনঙ্কর। সুপ্রশৃতি ভাবাপন্না হয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তা বুঝতে পাচ্ছি, কদাচিৎ অপত্য-স্নেহ জন্মেছে।

কুন্ত শুনলে অনঙ্গ তা হ'লে এবার পুজোর সময় পণ্ডিত মহাশয়কে একটা সাটীনের নিকারবুকার তৈয়ারী করে দিও।

( হেমন্ত বাবুর প্রবেশ )

হেমন্ত পণ্ডিত মশায় আপনার ঘন্টা যে হয়ে গেছে ?

অনঙ্কর আমার ঘন্টা! কোথায় ?

পাগ। গলায়—না মাষ্টার মশায় ?

অনঙ্কর কি আমার সহিত পরিহংস ?

হেমন্ত ছি পাগলিনী, ওঁকে কি ঠাট্টা কর্‌তে আছে, বুড়ো মানুষ।

অনঙ্কর কে হে তুমি ইংরেজী মাষ্টের আমায় বুড়ো বল ? তা আবার এই বালিকাদের অবিদ্যমানে বুড়ো। বৃদ্ধ—বৃদ্ধ—তবে আমি স্থাবর ? তুমিও বৃদ্ধঃ, কেশে কলাপ লাগিয়ে মধ্যস্থলে কাট্যমান মলিবের ন্যায় চিরিত করে যৌবন সেজে এসেছ, যাইত আমি হেড্ মাষ্টারণী মহাশযের কাছে। অমন কর্‌লে, এখনি আমি চাক্‌রীতে ইস্তাফা দেব

হেম আপনি কি বৃদ্ধ ব'ল্লে ক্রুদ্ধ হন ?

অনঙ্কর। ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধঃ! কোপকষায়িত কৈবল্য নেত্রে এখনও যে তোমায় ভস্ম করিনি, এই তুমি ললামভূত বলে যেন।

বরা হ্যাঁ মাষ্টার মশায় সবে উনি বল্‌ছিলেন ওঁর প্রতি অনঙ্গের অপত্য-স্নেহ হয়েছে, আর এখন কি ওঁকে বুড়ো বল্‌তে আছে ?

হেম। হ্যাঁ অনঙ্গ সত্যি নাকি ?

অনঙ্গ। যান, আমি ত আর আপনার সঙ্গে কথা ক'ব না;—কাল আপনার সন্ধ্যাব প'র এসে, অ'ম'দের কাউপা'রের সেই প্যাসেজ্‌টা বুঝিয়ে দেবার কথা ছিল, তা খুবতো এলেন ?

হেম কাল আসতে পাবিনি বলে দুঃখ ক'র না, একটা বড় ইম্পরট্যাণ্ট পাবলিক কাজে পড়ে গেছলেম্

কুন্ত। স্যারের রোজই পাবলিক কাজ, এতও মাথায় নিতে পারেন।

হেম। কি জান একেতো দেশের এই অবস্থা, অধিকাংশ লোকই স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত এর ভিতর আমরা ইংরেজের কাছে সৎশিক্ষা পেয়ে, যদি না কিছু সাধারণ কাজে যোগ দিই তবে কা'রা দেবে ?

কুন্ত। কি পাবলিক কাজ মাষ্টার মশাই ?

হেম তোমরা শোননি, আজকের কাগজ দেখনি ?

অনঙ্গ। ও বুঝেছি সেই মিউনিসিপাল বুঝি, ভাই কুন্তলীন,! কুন্তলা তুমি জান না ? বড় মজা হয়েছে

হেম মজা নয় বড়ই সিরিয়াস্ ব্যাপার। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের একবার যে রাইট্ দিয়েছিলেন, তা বুঝি যায়—স্যার রিচার্ড্ টেম্পলের অক্ষয় কীর্ত্তি বুঝি যায়

অনঙ্গ না না আমি তা মনে কবে মজা বলিনি বাঙ্গালী বাবুরা খালি কথা কইতে জানে কাজে কিছু নয় বলে লোকে বদনাম দেয়, এইবার যে আমাদের ইলেক্টেড কমিশনারদেব মধ্যে অতগুলি ভদ্রলোক একটা প্রিন্সিপাল ধরে, একেবারে রিজাইন দিয়ে সে অপবাদ খণ্ডন করেছেন তাই বলছিলেম্।

হেম। থ্যাঙ্ক্ ইউ, ইউ আর্ রাইট্—তোমরা যে এসব এ্যাপ্রিসিয়েট্ করতে পার, আমি শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেম।

পাগ কিন্তু স্যার্ আবারতো নূতন লোক ইলেক্‌টেড্ হ'তে দাঁড়াবে ?

হেম ভাল লোক যে দাঁড়াবে এমনতো বোধ হয় না।

অনঙ্গ ইস্ দাঁড়াবে বৈকি, এস ভাই আমরা এক কাজ করি, দেখ আমরা সব মেয়েরা মিলে যে কমিশনারেরা রিজাইন দিয়াছেন তাঁহাদের ভালকরে অভিনন্দন দিই সকলে চেষ্টা ক'রে নিজের পাড়ার মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাহাদের সই নিতে হবে। কুলবালারা পর্য্যন্ত এঁদের প্রশংসা করেছেন সম্মান করেছেন জানলে লোকে আর এঁদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

সকলে বেশ, বেশ।

হেম। তোমাদের এ প্রপোজ্যাল আমি হৃদয়ের সহিত এ্যাপ্রুভ্ করি। ক্লেভার আইডিয়া ওবাবদি—

অনঙ্গর ওয়াড্ দেবে কি ? রোস, রোস, আগে খোলসা কর, আমি কথাটার আঁচ পাচ্চি, সেই মনসাফলের ব্যাজানের কথা ? মাষ্টের বাবু অনহঠাৎ তোমায় দুটো গূঢ় কথা বলেছি তাতে মনস্তপ্ত ক'র না। বৃদ্ধ বলেছ বেশ করেছ, সত্যইতো বয়স হিসাবে তুমিতো আমার সমচক্ষে নিতান্ত গোবৎসের প্রায়, বৃদ্ধ বলবে না কেন ? দেখ বাবা এই মনসাফলের ব্যাজানের গোলমালে আমার শ্যালী-পৌত্র অর্থাৎ কিনা শ্যালীপতির পুত্র নবদ্বীপ চাঁদকে ঐ একটা খালি চাকরিতে বসিয়ে দিতে পার ? আশীর্ব্বাদ করছি তোমার আপাদমস্তক পদবৃদ্ধি হবে।

মঞ্জু। ও পণ্ডিত মশাই সে চাকরি নয় সে চাকরি নয়।

অনঙ্গর। হ্যাঁ হ্যাঁ সে ভবানী বাবু আমায় বলেছিল, ওটা ভিড় হবে ব'লে একটা লোকে বাজার গুজব করছে। আফিস

শ্যামল। আচ্ছা বটকৃষ্ণ তোমার কি বোধ হয়—আমি যদি ছেড়ে দি, তা হলে আমাদের ওয়ার্ডে ইলেক্শনের জন্য আর কেউ দাঁড়াবে ?

বট। Impossible! Out-gerenous! standing — my Biceps like a rock of veigin Alaboster, — the tallest pinnacycle of housetops in the united Kingdom, I can declaie that there is no man so so—so so so—

ভূত। তা চল নেপেন বাবু যাওয়া যাক, এখানে দাঁড়িয়ে বাবুজীর Vocal pyrotechnic দেখলে আর কি হবে ?

বট। হ্যাঁ যান শিগ্‌গির যান, যদি আপনাদের হৃদয়ে কিছু মাত্র মানুষের চামড়াত্ব থাকে, যদি লোকলাঞ্ছনা গুরুগঞ্জনা মান-ভঞ্জনার কিছুমাত্র ভয় থাকে, যদি না ভাঁটা পড়ে গিয়ে থাকে একেবারে আপনাদের মস্তিষ্ক হতে সমস্ত বান্ধবকতা সমস্ত সভ্যকতা সমস্ত মাতৃভূমি-প্রেমতা, তা হলে এখনি—এই মূল্যবান মিনিটের মধ্যে সকলেই এক অবয়বে গিয়ে গম্ভীরপূর্ব্বক দাখিল করুন আপনাদিগের এই পরিত্যাগতা। উঃ! আজ এই পরিত্যাগতা-প্রমদায়ম নীতি-সাহস দেখাতে পাল্লেম না, এবং হিতাহিত জ্ঞান-যুক্ত সন্তুষ্টি ভোগ কত্তে পারলেম না বলে আমি দুঃখিতময় হচ্চি, যে আমি নয়কো একজন কমিসনার — চলুন চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

### নিমতলার ঘাট।

(মুর্দাফরাসনীগণের প্রবেশ)

(গীত)

বাহোয়া বাহোয়া বাহোয়া।
ওহো কেযা এজলাস মে বড়িয়া রায়—বাহোয়া!
ঘাটমে ঘাটমে রাত ছুটি—বাহোয়া।
দারু পি লিয়া—বাহোযা,
পিও ভবপুর তর্ দেল্—বাহোয়া বাহোযা;
খেলতে হ্যায দেলদাব খুসিয়া খুসিয়া।

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

### ভবানীবাবুর বাটী।

**ভবানী, বনমালী, বাশী, অনক্ষরানন্দ ও রসময়।**

ভবানী। আমি বিজাইন্ দেব, আমি! আমি কার খাই না পরি? বাবুরা সব পেট্রিয়ট হয়েছেন, সেল্ফ্-রেস্পেক্ট্ হয়েছে, ময়্যাল করেজ্ দেখাচ্ছেন। যা যা আপনারাই ঠকে গেলি।

বন। ঠকে গেল বই কি, তার আর কথা আছে। "ভাত

ছড়ালে কাগের অভাব কি?" আপনি দয়া করে হুকুমটা বা'র করিয়ে দিন না, আমি হাজার টাকা ডিপাজিট দিয়ে কন্‌টার্যাক্টো নিচ্ছি, যখন যত কমিশাঁড় দরকার হবে, আমি একা সরবরাহ করবো। মাথা পেছু, আপনি যা কমিশানি ধার্য্য করে দেবেন, আমার তাই অযথেষ্ট হবে

বাঁশী। ঠিক বলেছ পাঁজাব পো, যখন এত কন্‌ট্রাক্ট পাচ্চে, ওটা আর বাকী থাকে কেন? ভবানী বাবু এইবার চেষ্টা বেষ্টা করে বনমালী পাঁজাকে কমিশনার সপ্লাই করবার কণ্ট্রাক্টটা দিয়ে দিন। টেণ্ডার দাও, টেণ্ডার দাও বনমালী।

বন আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু মস্তুবিদে করে দিন, আমি ষ্টম্বে সই করে দিচ্চি; যে যত নীচু টেণ্ডর করুক না আমি তার চেয়ে আড়াই পারসেণ্টো কমে রাজী

ভবানী। আরে বনমালী ক্ষেপেছ নাকি? কমিশনার কি টেণ্ডারে হয়?

বন আজ্ঞে হুজুর মনে কল্লে সব হয় এইতো এতগুলো বাবু ছেড়ে গেল, আপনাকে কেউ ছাড়াতে পারে? কখন ছাড়বেন না আপনি ছিঁনে জোঁক হয়ে বসে থাকুন।

বাঁশী আর যদি মুখে মুন দেয়?

বন। কিছুতে না—কিছুতে না—মুন ছেড়ে গালে চুণ দিলেও না।

বাঁশী। আর একটা জিনিস বল্লেনা যে, সেটা আগে থাকতেই বুঝি আছে?

ভবানী বাঁশী কিছু বেশী রসিক হোচ্চ দেখছি যে!

বাঁশী কি জানেন একটা কাজতো চাই, বোনটার বে

দিয়ে এতদিন, বাড়ীতে পড়ে ভাত খাচ্ছি, আপনি একটাতো কাজকর্ম্ম করে দিলেন না।

ভবানী। তাই বুঝি আমাকে গালাগাল।

বাঁশী। সেকি! ওগুলো আপনার গালাগাল? আমিতো তা জানতেম না

ভবানী দূর শালা!

বাঁশী এই দেখুন দেখি—এটা কি আর আমায় গালাগাল দিলেন?

( অনক্ষরানন্দ শব্দ-ব্যোমের প্রবেশ )

অনক্ষর। ভবানী বাবু কার নাম? ব্রাহ্মণ—আশীর্ব্বাদ কচ্চি।

ভবানী। আসুন—কোথা থেকে আসা হচ্চে?

অনক্ষর। আজ্ঞে আমার নাম অনক্ষরানন্দ দেবশর্ম্মণঃ—উপাধি শব্দব্যোম; চেতলার মহারাজা গবেশচন্দ্র হোড়ের সভা-পতি আমি। মহারাজ বাহাদুর আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন ( পত্র প্রদান )

ভবানী ( পত্র পাঠ করিয়া ) হুঁ—বসুন আপনার কি প্রয়োজন?

অনক্ষর. প্রয়োজন আর কি বোলবো, যে দিন-কাল পড়ছে অধ্যাপকগিরিতে তো আর চলে না। একটী শ্যালিপতি-পুত্র ব্রাহ্মণী পালন পালন করেছেন, ইংরাজীও মন্দ পড়েনি, তাই তার একটী কর্ম্ম করে দেবার জন্যে আপনার নিকট আসা, আপনি মনে কল্লেই হয়

ভবানী আমি ওকালতী করি কোন আফিসের সঙ্গেতো

সম্পর্ক নাই। কোথায় খালিটালি থাকেতো সন্ধান আসুন, বলে দিতে চেষ্টা করবো।

অনক্ষর আজ্ঞে তা করবেন বৈ কি তা করবেন বৈ কি, জয় জয়কার হোক, পোড়ার-বিবাগ-ভজ হোয়ে সমাধিতে বসুন। আহা যেমন নাম শ্রুতিগোচর হয়েছিলেম তেমনি স্বচাক্ষুষ দেখলেম; আকৃতিও যেমন ষট্চক্র-গজানন প্রকৃতিও তেমনি লম্বোদর।

ভবানী তা আপনি সন্ধান আনবেন।

অনক্ষর তা আনয়ন করেছি, তা না করেই কি ভবাদর্শ মহোদরকে অতিরিক্ত করতে এসেছি

ভবানী কোথায় চাকরী খালি আছে?

অনক্ষর। আজ্ঞে রাজসভায় অভিজ্ঞান হলেম যে, মনসাফল আফিসের অনেকগুলি বাবু কর্ম্মে একেবারে ইস্তাজান দিচ্ছেন। তা আপনিতো একপ্রকার সেখানকার সদরগেট বল্লেই হয়, মনে কল্লেই আমার নবদ্বীপচাঁদকে একখানি চেয়ারে উপনিবেশ করিয়ে দিতে পারেন।

ভবানী। হাঃ হাঃ হাঃ ঠাকুর সে সব চাক্‌রে নয চাক্‌বে নয়, সে অনেক পলিটিকেল ব্যাপার আপনি বুঝতে পারবেন না।

অনক্ষর। আজ্ঞে বাবুজী আমি দরিদ্র অধ্যাপক পণ্ডিত মানুষ্য আমার সঙ্গে কি পরিহংস করতে আছে? পটলের কি কল হয়, তাকি আমি বুঝতে পারিনে

বাঁশী। বাঃ বাঃ ঠাকুর খুব তরজমা করেছ। পলিটিকেল কি না পটলের কল।

অনক্ষর। আপনারা যা বলেন ভবানী বাবু মহাশয় ইংরাজী

পঠ্যগান করিনি বটে, কিন্তু দুটো একটা শব্দ-সন্ন্যাস জানা আছে? চাকরী না হ'লে কি ব্যাজান হয়, আমি কি জানিনি মহাশয়? যখন চেতলার ইস্কুলে পণ্ডিতি করতেম তখন এক দিবস দুটা ছাত্র পাকাচুল তুলতে তুলতে আমায় একটু নিদ্রায় অভিসার হ'তে দেখে, মস্তকের শিখাটা কেদারার একটা পেরেকের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। হেডপণ্ডিতকে বলায় তিনি কিছু করলেন না, তাতেই আমি সে চাকরী ব্যাজান দি যেখানে ব্যাজন সেইখানেই চাকরী; রজ্জু—পটান্ হচ্চে—এই ব্যাজান

বাণী। ঠিক বলেছ ঠাকুর, দড়ি ছিঁড়ে পিট্টান। আমাদের বাবু এখনও মায়া ছাড়তে পারেননি খোঁটার ধারে ধারে ঘুরছেন

ভবানী আপনি মহারাজ গবেশ বাহাদুরের কাছ থেকে আসছেন, আপনার সঙ্গে কি বিজ্ঞপ কচ্ছি? তিনি তাঁরা কমিশনার ছিলেন, এই যেমন আমি একজন আছি, গবর্ণমেণ্টের উপর অভিমান করে কর্ম্ম ত্যাগ করেছেন

অনঙ্গর। এই—এই, কর্ম্মত্যাগ হোল ব্যাজান। আপনি অনুগ্রহবন্ত হয়ে আমার শ্যালিপতি-অপত্যকে একটী কেদারায় বসিয়ে দিন দেখুন এতে আপনার ইহকালের পরকালের ধর্ম্মমঙ্গল হবে আর আমি যত্র তত্র আপনার গুণবদ ও প্রতি-হিংসা করবো, আপনার এই উপদংশ মরিলেও বিস্মিত হব না

বাণী ঠাকুর দেখছি সংস্কৃতটা কাবুলের টোলে পড়ে এসেছ

অনঙ্গর। বেঁচে থাকুন বাবু বেঁচে থাকুন, ঠিক বুঝেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা লেখাপড়া শেখে—না জানে? আহা, স্বল্প-জীবি লোকটা মরে গেল—

বাঁশী। আজ্ঞে কে ঠাকুরমশাই?

অনঙ্গ। আমাদের ঈশ্বরের কথা বলছি, যাকে আপনারা "বিদ্যাসাগর" বলতেন বেচারী যখন সংঅসক্রুত মহাবাক্য অনুবধ ক'রে, হনুমানের বনবাস লেখে

বাঁশী লাঙ্গুল অধ্যায়টা আপনাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

অনঙ্গ এঁ্যা এঁ্যা বুঝেছেন? মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়ে বেচারী রাত্রি নিশিকান্ত পর্য্যন্ত ঐরাবত পক্ষীর ন্যায় আমার মুখ চেয়ে বসে থাকতো

ভবানী। তা ঠাকুর আমায় বেলা হচ্ছে আপনি আসুন, যা হয় আমি মহারাজকে লিখে পাঠাব

অনঙ্গ আর লিখবেন কি, আপনি গুণীর গুণ চেনেন আমায় তো করায়ত্ত করতে পেরেছেন? কাজটা করে দেবেন আর কি—জয় জবৎকাক্ষ হয়ে যাবে! ভবানীনাম সার্থক করুন,—স্বয়ং ভূতপতি ভবানী যেমন মাবদের উপপুত্র কনককে কুবেরের বর্ম্মটী দিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও আমার নবদ্বীপকে কেশহারী টারী একটা কাজ দেবেন আশীর্ব্বাদ,—স্বচ্ছন্দে গোব্রাহ্মণকে অদন করে স্বাস্থ্যবদনে কালযাপন করুন

[ প্রস্থান।

বন বাবু আপনার বেলা হচ্ছে আমিও তবে এখন বিদায় হই।

ভবানী। হ্যাঁ কিন্তু দেখ সেটা—

বন। আজ্ঞে তা কি আর বোলতে হবে, কাল লক্ষীপূজোটা আছে তাই—পরশু আপনি উঠতে না উঠতে পৌছে যাবে। দেনাকে আমি বড় ভয় করি।

বাঁশী। পাঁজার পো আমার পাঁঠাটা বুঝি আর হ'লনা?

বন পাঁচ ছ'টা বাচ্চা বড় হয়েছে, আপনি একদিন অনুগ্রহ করে গিয়ে বেছে নিয়ে এলেই হোল, একটা নেন দুটো নেন ; আপনাদেরই জন্যেই তো পেলে রেখেছি। তবে নমস্কার বাবু

[ প্রস্থা• ।

ভবানী রসময়কে ডাকতে গেছে কতক্ষণ ?

বাঁশী সকালের কাজ সেরে তো আসবে।

ভবানী দেখ বাঁশী যায় তার সামনে জিভটা অত আলগা কোরনা।

বাঁশী আজ্ঞে বলছেন মন্দ না, যত মনে করি বন্ধ দেব ততই আল্গা হয়ে যায়।

## ( রসময়ের প্রবেশ )

রস গুড্ মর্ণিং ভবানী বাবু, আপনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ? আজ সকালে বাড়ীতে ভিড়টে বেশী হয়েছিল তাই আসতে একটু দেরি হল কার কি হয়েছে ?—

ভবানী না সে সব কিছু না, যোদ্ধা তুমি করেছ কি ! সই করেছ নাকি ?

রস। ওঃ রেজিগনেশনে ? হাঁ তাকি আপনি আর সন্দেহ করেন, কোন জেণ্টেলম্যান—যার একটু সেল্ফ-রেস্পেক্ট একটু কমনসেন্স্ আছে, একটুও রেস্পনসিবিলিটি জ্ঞান আছে, সে এর পর আর অফিসে থাকতে পারে ? আমাদের ইলেক্টারস্‌দের বলবো কি ? শুনলেম ভূতনাথ বাবু সকলের হয়ে টেণ্ডার করবেন আমি বলি আমাদের সুবার্বেরর হয়ে আপনিও আলাদা করবেন।

ভবানী   বলবো না— যা বলবার তা বলবো

রস   ব্র্যাভো ! ব্র্যাভো ! আপনা'র মতন লো'কের কাছেই এই এক্সপেক্ট করা যায়, আপনি হচ্ছেন আমাদের লিডার  আমি তাড়াতাড়ি ঠাউরে দেখিনি আপনার সইটে কোনখানে আছে।

বাঁশী।  সে ঠাওরালেও দেখতে পেতেন না।

রস।  কেন ?

বাঁশী।  ভবানী বাবু যে শাদা কালীতে সই করেছেন

রস।  সেকি !

ভবানী।  আমি তো ফুল হইনি যে অমনি পাঁচজনে বলবে আর আমি নেচে উঠবো—কেন কিসের জন্য রিজাইনটা দিতে যাব ? কেন বল দেখি ?

রস  একটা প্রিন্সিপ্যাল তো চাই, এই যে সেন্‌সরটা হ'ল—

ভবানী   কিসের সেন্‌সর ? কৈ আমাদের ডেকে ডাইরেক্ট কেউ কিছু বলেছে ? আর যদি বোলতো তা'তেই বা কি এসে যায় ; রিজাইন্ দিলেই তো গভর্ণমেণ্ট তার পরদিন ভয়ে বাসায় গিয়ে মরে থাকবে

রস।  কিন্তু একটা সেলফরেস্‌পেক্ট—

ভবানী।  রেস্পেক্ট ! আর কমিশ্নারিটুকু খুইয়ে বোসলে রেস্‌পেক্টের বোঝা এসে একেবারে মাথায় চাপবে ! এই যে সকালে বেরোও,—মেথররা, পিয়াদারা, স্কাভেঞ্জারের গাড়ীওয়ালা যে সেলাম করতে থাকে, তা কি আর করবে ? অমন যে পাহারা-ওয়ালা—তারা পর্য্যন্ত এখন আমায় সেলাম করে, ভিড়ে আমার গাড়ী আটকালে পথ সাফ করে দেয়। একদিন মর্ণিং-ওয়াকে

বেরিয়েছি, মেতুয়ারা তখন ঝাড়ু দিয়ে ধুলো ওড়াচ্চে ; ঐ অত বড় হাইকোর্টের উকীল অনারেবলও হয়েছিলেন বিহারী বাবু, একটু পাশ কাটিয়ে যাবার জন্ম তাদের একরকম কাকুতি মিনতি করে থামতে বলছেন, তা তারা কিছুতেই শুনছে না আরও বেশী করে ধুলো ওড়াচ্চে, আর আমি এগিয়ে যাবামাত্র ঝাঁটা—ঝাঁটা তুলে সেলাম করে থেমে গেল। বিহারী বাবু দেখে অবাক! এটা মান—না ছেড়ে দিয়ে বসে ঘরের কড়ি গোণ সেটা মান ?

রস। কিন্তু সয়ে থাকলে রেটপেয়াররা তো মনে কত্তে পারে, যে যথার্থই আমরা ভাল করে কাজ করিনি

ভবানী। মনে করে- ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। ফিরে ইলেক্‌সনের আগে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ? বাবা, মনে নেই বটে, এক একটা লোক ভোট দেবার সময় কত কষ্ট দিয়েছে কত হাঁটিয়েছে। কত কষ্টে ইলেক্ট হওয়া যায় তা'তো ঠেকে বুঝেছ, সেই পায়ের নলী ছিঁড়ে, ছুটো যোড়া মেরে, অন্য সময় যাদের বৈঠকখানায় বসাতে ঘেন্না হয় পাড়ার সেই সব বয়াটেদের ক্যানভ্যাসার করে যা তা লিবার্টি নিতে দিয়ে এই ইলেক্টা হওয়া, সেইটে অমনি ফস্ করে একটু আঁচড়ে ছেড়ে দেব!

রস। তবে কি আপনি রেজিগ্‌নেশেনের এগেন্‌ষ্ট ?

ভবানী Ten thousand times. ■ তোমার হরেন বাড়ুয্যে কমন সরকারদের পেট্রিয়টিজমের ভেতর আমি নেই ; এই তো ছেড়ে দিচ্চ তারপর দেখে নিও তোমার নিজের গলির ছুর্দ্দশা, এখন বেড্ বোডের মতন চক্ চক্ করছে, তখন যত রাজ্যের মরা কুকুর বেরাল তোমার দোরে রেখে যাবে।

বস　কিন্তু ছাড়লে পাব্‌লিকের কাছে একটা খুব এ্যাপ্রো-বেসন্ পাওয়া যাবে।

*ভবানী　হ্যাঁ একদিন হৈ চৈ করবে লেক্‌চার দেবে, তার পর যে নূতন ইলেক্ট হবে কাজের জন্ত তার পায়ে তেল দিতে যাবে

বস।　আর পস্‌টারিটীর কাছে একটা নাম

ভবানী　ভূত হয়ে এসে তাই শুনবে কি? পষ্টেরিটী এখন রেখে দাও, যাতে ভাল প্রেজেন্ট প্রস্‌পেক্ট থাকে তার চেষ্টা কর। এই ছাড়ছ তো দেখো অর্দ্ধেক লোকে তোমায় ডাকবে না

বস।　কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, সবার চেয়ে ধড়ে গেলে সেইটেই বেশী, নিজের প্রাণের ভেতর একটা satisfaction—That I have done my duty—

ভবানী।　তুমি অধঃপাতে যাও! তোমা হ'তে আর কিছুই হবেনা What duty is more paramount in this world than serving one's ownself and his family? পৃথিবীতে সামান্ত কীট হতে মানুষ পর্য্যন্ত কিসের জন্ত ঘুরছে—আপনার পেট, আপনার উন্নতি, আর যারা আপনার তাদের জন্ত সংস্থান তাদের জন্ত উন্নতির সোপান প্রস্তুত এই দেখ বনমালী সামান্ত লোক ছিল কষ্টে দিন চলতো—এখন একটা বড় মানুষ। এই যে একটা ফ্যামিলিকে বড়মানুষ করে দেওয়া সেটা বড় কাজ—না একদিন সভা করে কতকগুলো ছোঁড়া হাততালি দিলে—সেটা বেশী?

বাঁশী।　কিন্তু ঐ বনমালীর জন্তে আপনার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কয়

ভবানী।　থু—থু—থঃ!—থুতু দিই আমি তাদের কথায়!

I spit on their filthy remarks! রসময় বাবু দেখ তোমাকে আমি বরাবর সব জায়গায় সপোর্ট করে আসছি; সেইখানে দাঁড়িয়ে তুমি বলবে যে আমি Resignation withdraw করছি।

রস আজ্ঞে—আজ্ঞে—সেটা কি ভাল দেখাবে?

ভবানী তবে আমার কথা শুনবে না?—বেশ! একটু উঠছিলে, পাঁচজনে চিনছেল, আমিও চেষ্টা করছিলেম যাতে একটা টাইটেল ফাইটেল পাও,—যাও সেল্‌ফ্‌-রেসপেক্ট করগে দেখেছ তো লক্ষ্মী তার মেয়েকে বাগানে পাঠায়নি, কেমন তেতলায় রান্নাঘর করা বন্ধ করে দিয়েছিলেম তুমিও তো নূতন বাড়ী টাড়ী করবে, দেখো তখন স্যাংসনের জন্য যেড়হস্ত করে ঘুরতে হবে

রস আপনি কি মনে করেন আমরা ছেড়ে দিলে আর কোন ভদ্রলোক ইলেক্‌সনের জন্য দাঁড়াবে?

ভবানী না,—কমিসনারের অভাবে মিউনিসিপালিটী বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের এই ওয়ার্ডে স্বরূপ আর মাধা মুখিয়ে বসে আছে। ডিক্রুজ বলছিল;—নূতন আইনে যখন ফিএর বন্দোবস্ত আছে, তখন যেসব ইউরেসিয়ান্‌রা মিছে সময় নষ্ট হবে বলে দাঁড়াত না তারাও দাঁড়াতে পারে আর তা ছেড়ে দাও আমাদের কোর্টেই কত নূতন ছোঁড়া সামলা বগলে করে ঘুরে বেড়ায়, তারা কি এ চান্স ছাড়বে? Right of interfeiing with one's neighbours affairs, command over their money; free advertisement, higher introduction, massএর উপর power আর হয় তো Fee—

হলেই চাকরি, চাকরি হলেই র‍্যাজান্। মাষ্টের বাবু তুমি ক'রে দাও, আমি খুব গোপনে রাখবো, দু'চার টাকা প্যায়াদা মুহুরীকে দিতে হয় তা আমি দিতে রাজী আছি।

হেম। আচ্ছা পণ্ডিত মহাশয় অন্যসময় একথা আপনার সঙ্গে ভাল করে কইবো।

অনঙ্গ। বেঁচে থাক অমর হও প্রকাণ্ড পরমায়ু হোক, বিএ পাশ তো করেইছ ওর ওপর নিকে টিকে পাশ থাকেতো তাও কর আমার আশীর্ব্বাদে। তবে এখন আমি চল্লেম—বলি হাঁ গো বৎস বৃন্দে আজ কৈ দুএকখানা গবাক টবাক দিলে না?

পাগ। গবাক কি পণ্ডিত মশাই?

অনঙ্গ। গবাক বোঝ না, যাকে যবনী ভাষায় সুপারী বলে।

কুন্ত। ওহোহো সুপারী? তাতো নেই, পাণ খান্‌না বেশ পাণ। (পাণ প্রদান)

অনঙ্গ। তা তা দাও একটা, তোমরা সদ্বংশ-জাতা তোমাদের হাতে খেতে দোষ নেই (পাণ খাইয়া) অগ্নি—অগ্নি—অগ্নি—কুন্তলীন্-কুন্তলে! এ কি—এত্তাম্বল? কি ভক্ষণাইলে? কি গন্ধ! কি গন্ধ!!

কুন্ত। কেন পণ্ডিত মশাই গন্ধ কি খারাপ?

অনঙ্গ। খারাপ! খরতর—খরতর!—আমি মহাভীম বৈষ্ণব আমায় পাণের ভিতর করে পঠা খাওয়ালে? এ যে পঠার গন্ধ!

বরা। দেখেছ, পণ্ডিত মশাই পরম বৈষ্ণব কি না তাই পাঁঠার গন্ধটী আগে ধরতে পেরেছেন।

কুন্ত। না না পণ্ডিত মশাই আমি ছাত্রী হয়ে কি আপনার

সঙ্গে পরিহাস করতে পারি? আপনি বেশ করে দেখুন দেখি—কেমন সুগন্ধ! শুধু একটু খড়্‌কে করে তাম্বুলীন দিয়েছি

অনঙ্গ। এস্তাম্বুলের খিড়্‌কিদ্বারে ডম্বুরো দিতে গেলে কেন? সেওত ম্যাও ম্যাও করে, পাঁঠা না হলোত বিড়াল হলো।

মঞ্জু। না পণ্ডিত মশাই, আপনি ভাল করে দেখুন না, মাষ্টার মশাইকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করুন না। ঐ যারা কুন্তলীন তৈল দেলখোস্ টেলখোস্, ভাল পারফিউমারি তৈয়ের করে তাদের তৈয়েরী তাম্বুলীন, আপনি সন্দেহ করবেন না কোন খারাপ জিনিস নেই। একটুখানি পাণের সঙ্গে দিয়ে খেলে মুখে অনেকক্ষণ সুগন্ধ থাকে, তাই অনেক ভদ্রলোক ব্যবহার করে, আপনি নিঃসন্দেহে খান। ওতে কোন নিষিদ্ধ জিনিস নেই। বাঙ্গালীর তৈয়েরী।

অনঙ্গ। নেশা ভাবাপন্ন হবে না ত?

মঞ্জু। তা হলে ভদ্রলোকের মেয়ে আমরা খাই।

অনঙ্গ। তা ভাল ভাল কোন দোষ না থাকে একটু দিও দিও—ব্রাহ্মণীকেও দিব। মাষ্টের বাবু চাকরিটার কথা ভুলবেন না।

[ প্রস্থান।

অনঙ্গ। মাষ্টার মহাশয় অভিনন্দনটী কিন্তু আপনাকে লিখে দিতে হবে। আমরা সই করব।

হেমা। ইংরাজীতেত? বাঙ্গলায় আমার তেমন সুবিধা হয় না।

বরা। তা তাই হোক, আপনি লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে ড্রাফ্‌টটা করুন। আমরা সে-পোল্‌টা খেলে আসি।

[ সকলের প্রস্থান

## তৃতীয় দৃশ্য।

### হেদুয়া পুষ্করিণীর তীর।

ভোলানাথ।

( গীত )

মা আয় মা আয় মা আয়।
আশ্বিন এসেছে ফিরে কবে তোরে পাব হায়
সেই সে দশমী দিনে, কাঁদাইয়া দীনহীনে,
আস্‌বো ফিরে আশা দিযে ল'য়েছ বিদায়
কত শত দুঃখ পেয়ে, আছি মা সে মুখ চেয়ে,
আসিবি আনন্দময়ী আনন্দে হেথায়॥
চারিদিকে মধুভরা, মধু শতধারে ধারা ;
সুধা ঝারা হরদারা ঢালিবি ধরায়॥
বর্ষপরে হর্ষভরে, প্রবাসী আসিবে ঘরে,
সরমে আশার মধু বধূটী লুকায় ;—
ছলেতে ছেলেরে লয়ে নব বসন পরায়।

( হরলালের প্রবেশ )

হব। আরে কেও—ভোলানাথ? বসে বসে আগমনী গাচ্ছ যে! তুমিই তো পূজা আগিয়ে জমিয়ে দিলে দেখছি।

ভোলা। আরে হবলাল ভায়া যে! এস—এস, তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভাল হলো; তোমাদের আফিসের একটু খবর শুনতে হচ্ছে যে?

হর তোমার আবার আফিসের খবর শুনে কি হবে? বাড়ী টাড়ী করছো নাকি?

ভোলা। নারে ভাই না, বাড়ী কোথায় পাব। শুনছি নাকি আমাদের নেপেন বাবু টাবু কমিশনারী ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যাপারটা কি বল দেখি? কি হলো?

হর আর সে কথা শুনবে কি? আজ এতদিনের পর বাঙ্গালীরা প্রাণের একটু বীরত্ব দেখিয়েছেন বটে! আজ ঊনত্রিশজন কমিশনারের সই করা রেজিগ্‌নেশন্ দাখিল হয়েছে।

ভোলা। এঁ্যা! সত্যি নাকি? বাঙ্গালী. ঊনত্রিশ জন!

হর হ্যাঁ, তবে তার ভিতর একজন খসে পড়েছেন, এখন আছেন আটাশজন।

ভোলা। তারপর, তারপর কি হলো? সাহেবরা কি বল্লেন?

হর সাহেব সত্যি মিথ্যে কি বলেছেন জানিনা। কিন্তু আমাদের শিরীষ এক বড় কথা রটিয়েছে

ভোলা। কি—কি—কি রকম?

হর। সাহেব নাকি এক একজনকে ডেকে সেকেণ্ড্ করে এক একটী কথা বলে দিলেন।

ভোলা। কি—বলনা শুনি?

হর ভূতনাথ বাবুকে বল্লেন, মাইক্রেণ্ড্ চল্লে? কিন্তু এখনও যে একটু কাজ বাকি আছে তাতো বুঝলে না, একটী আপগণ্ডর এখন যাহোক উপায় করেছ; কিন্তু তারপরও তো দুটী পলাক্ষ ঝুল্‌ছে?

ভোলা। বুঝেছি, বুঝেছি, বেশ, বেশ, তারপর?

হর। প্যারীচরণকে বল্লেন, "প্যারী যাচ্ছ বটে—কিন্তু তোমার

শরীরের জন্য ভাবছি, তোমার কাজের মধ্যে তো এই এক ছিল তাও ছেড়ে দিলে, বাড়ীতে আড়ামোড়া খেলে যে বাতে ধরবে। ত' তুমি বরং এক কাজ কর, আমি আফিসে তেতলায় একটা ঘর দেব, তুমি সেখানে এসে এক একবার বসে যেও, তাহলেও তোমার কতকটা এক্সারসাইজ্ হবে"। আর বঙ্কুবিহারী বাবুকে বল্লেন, "তুমি কাজটা ভাল করলে না; তোমার এটা মহাগুরু-নিপাতের বছর, বড় লোক্সানের সময়; যা করলে করলে একটু বিশেষ সাবধানে থেক"

ভোলা হাঃ হাঃ হাঃ! সাহেব তো খুব রসিক দেখছি?

হর। এমনি সবাইকে ডেকে ডেকে একটা একটা কথা বলা হয়েছে; অনঙ্গলালকে যা বলেছেন সেটা সবচেয়ে মিষ্ট

ভোলা। কিরকম? কিরকম?

হর। বললেন, যে—"তুমি যে ছেড়ে যাচ্ছ, তোমায় আমি রিয়্যালি কন্‌গ্রাচুলেট্ করি এত সকাল সকাল তোমার স্কুল ছাড়া ভাল হয়নি, এইবার গিয়ে ফের স্কুলে ভর্ত্তি হও"।

ভোলা বাঃ বাঃ বড় মজার কথা হয়েছে! যাক এতে তো তোমাদের আফিসের কিছু গোলমাল হবে না তো?—

হব রামঃ! সাহেবদের কি কাজ আটকায়? তবে তোমায় আগে যা বলেছি, এই আইন জারী হলে আমি তো জমীটুকু বেচে ফেলছি, কলকেতায় আর বাড়ী কচ্ছিনে।

ভোলা। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, খালি ফাঁকা আওয়াজ না করে এঁরা যে এবার একটা ডিসাইসিভ্ অ্যাকসন্ দেখিয়েছেন, হৃদয়ের যথার্থ বল প্রকাশ করেছেন, এটা দেশের শুভ লক্ষণ বলতে হবে মুখে যাই বলুন না, ইংরাজেরা

যে এ ফিলিংকে প্রাণে প্রাণে রেস্পেক্ট্ করেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

হর আরে ভাই টুলে বসে কলম পিসে পিসে আমাদের প্রাণে মরচে পড়ে গেছে। ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্‌সের আইডিয়া অ্যাপ্রি-সিয়েট্ করবার ইন্‌স্‌টিংক্টই নিভে গেছে।

ভোলা। তুমি ওকথা বলোনা হরলাল, তুমি যে সে মাছি মারা কেরাণীর মত নও, তুমি যদি মিউনিসিপালিটীর চাকরিতে না ঢুকতে, তা'হলে একজন ইণ্ডিপেন্‌ডেন্ট্ কমিশনার হ'য়ে লোকের অনেক ভাল করতে পারতে

হর। তবে বলবো ভোলানাথ একটা কথা শুনবে? ইণ্ডিপেণ্ডেন্সও নেই ভাল করা করিও নেই, ইংরাজ সওদাগর-দের ক্ষমতা বড় ক্ষমতা; তাঁদের মনের ভাব কি জান?—যে কলকেতা আমরা করেছি,—আমাদের সহর। আমাদের কাছে চাকরি করবে, আমাদের আমদানী মাল খুচরা বিক্রী করবার জন্য দোকান করবে, তাই তোমাদের এখানে বাস; আমাদের সুবিধাটী বজায় রেখে, তবে একপাশে তোমরা একটু স্থান পেতে পার। তা একথাটা নেহাত মিথ্যা নয়;—ইউরোপিয়ান মার্চেন্টরা আছেন বলেই কলকেতায় এত আড়ম্বর, এত ধুমধাম! সেই জন্যই এখানে এতবড় কেল্লা, এত পুলিস, এত আফিস-আদালত। হপ্তাকয় যে গভর্ণমেন্ট হাউসে লাটসাহেব থাকেন সেও ঐজন্য; নইলে সিমলা থেকে নেমে দিল্লীর তক্তে বসতেন।

ভোলা। মানলেম যা বলছো সব সত্য, ইংরেজ সওদাগর যে কলকেতা জাঁকিয়ে তুলেছেন তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ধরতে গেলে মিউনিসিপ্যালিটীকে বেশী টাকাটা দেয় কারা? ধনী কা'দের

বেশী ? কমার্সের ইণ্টারেষ্ট একটা কথা হয়েছে, কিন্তু তার ভেতর এই যে কতহাজার দেশী ব্যবসায়ী আছে তাদের ধরা হচ্ছে না ; ইউরোপিয়ান কমার্সের ইণ্টারেষ্ট এমনিতেইত কম নেই, এই ধরনা সমস্ত গঙ্গাটা,—সমস্ত পোর্টটা তাঁদেরই।

হর। ওরে ভাই ছেড়ে দাওনা ওকথা। তোমাকে আর এক রকম করে বুঝিয়ে দেব ? গভর্ণমেণ্ট, কমার্স, রেট্‌পেয়ার,—এই তিনটি নিয়েত সহর বলে কথা হচ্ছে ? আচ্ছা ধর এই কলকেত্তাটা একটা চা-বাগান ;—তার ভিতর একজন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের বাড়ী আছে,—সেইটেই ধর যেন গভর্ণমেণ্ট ; তারপর ম্যানেজারের বাঙ্গালা, অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট্ ডিটোরও তাই আবও ঐরকম সাহেব কর্ম্মচারীদের ঘরটর আছে—এইগুলো ধর কমার্স ; তার পর বাগানের কাজ চলেনা, কাজেই একটা কুলি লাইনও রাখতে হয়,—এইটে হলো আমরা—রেট্‌পেয়ারস্ কেমন ? এখন ডিরেক্টার ম্যানেজার সাহেবরা যেরকম স্থবিধা বুঝবেন, যেমন হুকুম চালাবেন, সেই রকমই বাগানের রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ী, জল পুকুর এ সবের বন্দোবস্ত হবে না কুলিদের কথায় হবে ? তবে ডিরেক্টার সাহেবটী বড় ভদ্রলোক, একটু মান বজায়েরও ইচ্ছা আছে, কাজ নিতেও জানেন, তাই কোথায় কি কর্ত্তে হবে পরামর্শের সময়, দু'পাঁচজন সর্দ্দার সেয়ানা কুলীকে ডেকে তাদের দুএকটা কথা বলতে দেন। তা আমরাও হয়েছি এই কলকেত্তা চা-বাগানের কুলী ; ম্যানেজার সাহেবের কাজ করে খেতে পাব, তাই থাকতে ঠাঁই পেয়েছি ; বেশী আস্ফালন করতে গেলেই "চুপরও" শুনতে হবে। উপায় নাই পেটের দায় ! এখন আর ওকথায় কাজনেই চল ডেরায় গে দুএকটা আগমনী গানটান শোনা যাক।

( বটকৃষ্ণের প্রবেশ )

বট। এই যে আপনারা;—হোয়াট্ গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাণ্ড ফেয়ার এণ্ড ভ্যালিচুডিনোরিয়ান ফবচুন্!

হর কি বটুবাবু এত একসাইটেড্ কেন?

বট সে পরে বলবো সই করে দিন সই করে দিন আপনাদের ছ'জনকার নাম; ছ'টা হয়েছে, আপনাদের ছ'টো, আর ছ'টো হবে এখন

ভোলা। কিসের সই বটু বাবু? আমরা তো কিছু জানিনে।

বট। তা তো ভালই, জানবার দরকার নেই। No knowing inquire of the,—আমায় তো চেনেন? If I stand like a champion of my fathercountry, wont you like,—Ladies and gentlemen, being—bring,—brought up as ratepayers, wont you sign in this deed of darkness prepared by my handsome hand?

হর আসল কথাটা কি বটু বাবু? আপনি কি কমিশনার ইলেক্ট হ'বার চেষ্টায় আছেন?

ভোলা। সে কি! তা কি সম্ভব? বটুবাবুই পুরান কমিশনারদের রিজাইন দেবার জন্যে বেশী জেদ করেছেন, এখন উনি কি দাঁড়াতে পারেন?

বট। কেন পারিনি? এই সুযোগ, অল্‌মোষ্ট ওয়ান্ সিঙ্গল্ অপরচুনিটী এটা ছাড়া কি ভাল, Now seats are going abegging round and round, wont I be the foremast to claim your votes,—কি বলেন? এই তো ফাঁকির সময়, এই সময়ে—যদি না আমি দাঁড়িয়ে নিদ্রিত থাকি, তাহলে আমার লয়াল্টী—রাজভক্তি থাকবে কোথায়? বলছেন আমি অনেককে

রিজাইন দিতে বলেছি, সে শুধু তা'দের ডিউটীতে তা'দের ওয়েক-ফুল অর্থাৎ জাগ্রতমান করবার জন্যে। Now when seats are vacant, who else is in this terrafirma more ablefool than my great self to be behind all hands, than the stand which pathetically and pedantically I have promised to perforate?

হর। তবে বটু বাবু তোমার মনে মনে মতলবটা ছিল এঁরা ছেড়ে দিলে তুমি কমিশনার হবে? তা বেশ করেছ, সবে এই বছর বি-এল পাশ হয়েছ নামের একটা তে এ্যাডভারটাইজমেণ্ট্ চাই, তাই বুঝি এত মেহনত করে সবাই যা'তে রিজাইন দেয় তার চেষ্টা করেছিলে?

বটু। দেখ হরলাল বাবু তা আমার ইচ্ছে নয়। তবে যে দাঁড়াচ্ছি খালি দেশের উপকারের জন্য Think not my worthy friends that selfish wolfish desire has any derivative in my dastardly dominion over the Diaphragm. ও সব মনেও করবেন না, আমি ভারি নিঃস্বার্থ ব্যাপার।

ভোলা। কিন্তু কি জানেন বটু বাবু, এ সময় আপনি ইলেক্ট হতে দাঁড়ালে লোকে বড়ই ছি ছি কর্বে, সাহেবরাও আপনাকে কমিনা ঠাওরাবে

বটু। ■ কথা আপনি ভাববেন না, এখন এ্যারিষ্টোক্রেটীকস্ গিয়ে Democratesএর দিন পড়েছে It is dawning at our doors like the delightful Diabolics of Delirium tremens. সে কালের বনিয়াদি জষ্টিস্ অফ দি পিসেরা গিয়ে করপোরেশর সনে নূতন ইণ্টেলেকচুয়াল্ এ্যারিসটোক্রেটী ঢুকেছিল; কিন্তু কলির পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ণ হয়েছে, নাইনটিন্থ

সেনচুরি গুডবাই করে করে, বাই-সাইকল ঘুরে গেছে ; এখন অ'মর' Jubilee gentlemen will march in double-quick-time towards the road to ruin. আমরা ইউনি-ভারসিটীর অকমাপন্ন নূর অবতংশ, সমস্ত প্রবীণ ধ্বংস করবো। সাহেবরা আমায় কমিনা ঠাওবাবে ? তাঁরা কি মনে মনে জানেন না যে, তাঁদের ইংরেজী শিখে আমি তাঁদের কত বাধিত করেছি ? Obligification ;—*suid quodi cum ; ad interim ; eto voorjeejeebhoy !*

হর। হ্যাঁ বটু বাবু, আপনার এমন এলোকোয়েন্স আছে ? সেরিডেন্ ফক্সের পরে তো আর এমন ইংরাজী শোনা যায়নি ; আমার মনে হয়,—আপনার পেটের ভেতর গ্যালভনিক ব্যাটারি আছে, তারির চার্জে আপনি কথা কন।

বটু। ইরেস্পিরেসন—ইরেস্পিরেসন ! আমি হচ্ছি একজন জিনিআই, (Genii) বাই মেন্ নট্ বাই গড্ টট্ !—জিনিআই—জিনিআই ! ভোট দিন্—আমায় ইলেক্ট করুন আমি নেক্‌ষ্ট ওয়ার্ল্ডের ডেলিগেড্ হয়ে বিলেতে যাব,—আন্‌প্রাচারেল ক্ষমতা প্রকাশ করবো ! লালমোহন, সুরেন বাড়ুজ্যে, আনন্দ বসু, ডবলিউসী, নারোজী—সব বাঙ্গালীর নাম ডুবিয়ে দেব !

হর তা পারবে—পারবে—নিশ্চয় পারবে।

বটু। হ্যাঁ সই দিন, সই দিন

ভোলা। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের সই নিয়ে আর কি হবে ?

বটু। বটে ! দেবেনা ? দেবেনা ? নেভার দি গিভ্ ? আচ্ছা—থাক্; কন্টেইক্ত নেই, দশটা সই মেরে দেবই দেব। তারপর

ওয়েট্‌! ইলেক্ট হই একবার, দেখিয়ে দেব। হরলাল বাবু জমী কিনে রেখেছ,—পম্প করাব—পম্প করাব; আর ভোলানাথ বাবু, তোমার অন্দরের ড্রেনের কনেক্সন্‌ হয়নি তা আমি জানি; একবার সব অনারেবল কমিশনার ভ্যাটাকৃষ্ণ এ্যাস্‌ এল্‌-এল্‌-বি-এ্যাণ্ড্‌ এডেটার বাই-মনূহলি-বজ্রবাহন যে কি, তা দেখতে পাবে ?

হর বাঁচলুম! এরপরতো দেখতে পাব? এখন অদর্শন হই, এস ভোলানাথ। [ হর ও ভোলানাথের প্রস্থান।

বটু যা শুয়রে বেটারা, অনগ্রাজুয়েট্‌ লিটিল্‌ ড্যেমস্‌। মা! কালীঘাটে পূজো দিয়ে লেগে গেছি March! Quick March! Vata Krishna Ass. B A., B. L. [ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য।

প্লে-গ্রাউণ্ড।

অনঙ্গমুঞ্জরী, বরাননী, পাগলিনী ইত্যাদি।

( গীত )

সাধের শারদে শোভে মেদিনী।
ধোয়া শশধরে মধুর যামিনী
স্নান ক'রে উঠে তরুলতা দল,
খুলে চুল, পরে ফুল, করে ঝলমল ঝল;
সাজে রাজি রাজি যেন শ্যামলা কামিনী॥
ঘোমটাটী খুলে হাসেলো দোপাটী,
সেফালি এলায়ে পড়েলো ঢলে;
সলিলে নিশিতে কুমুদী হাসে, দিবসে ভাসে নলিনী॥

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য।

রসময়ের বাটী।

বিম্‌লি ঝি।

বিম্‌লি। রোস্ রোস্ মুখপোড়াবা একবার দেখে নেব ; আগে আসুন বাবু বাড়ীতে ; অমনি নক্‌ড়া ছক্‌ড়া যে সে মানুষ পাসনি, কোম্পানীর জানা লোক ; এক-এক হতচ্ছাড়াকে ধরবে আর হরিণ-বাড়ী পাঠিয়ে দেবে। আ মর, মুখে আগুন ; আমি পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করতে এসেছি, তা বাবুকে উদ্দিশ করে আমাকেও ঠাট্টা! আমি বরাবর বলতেম যে বাবু তুমি গোবেচারী মানুষ, তোমারও কামান-ষাঁড় হ'য়ে কাজনেই। লাভতো ভারি! লাভে হোতকে কাছারী করতে যাও, আর এদিকে ডাকের উপর ডাক ফিরে যায় গেল মাসে অমন হুটো ভাল ভাল ওলাউঠো, এক-দিন কি না রাজা ডাক্তারের হাতে গে পড়্‌লো! আর মিত্তির-দের বাড়ী অমন ইংরেজী জরবিগেরটা—সতর সতর দিন শুষে তার পর গেল,—এটাও পোড়া সাটাং করতে গিয়ে থামোকা থামোকা খোয়ালেন। আজ যদি না বাপু ও পাপ জড়াতে, তবে কার সাধ্যি যে তোমায় কিছু বলে? আর এমনও পাড়া, হুজুক পেলেতো নেচে উঠলো! ছি—ছি—ছি! কৈ গিন্নি আবার গেলেন কোথায়? ওমা—

( ক্ষীরোদার প্রবেশ )

ক্ষীর। কিরে এনেছিস?

বিম্‌লি। হ্যাঁ এই নাও ; এরচেয়ে তো বেশী বাছাডাল পেলেম না ; হবেত এতে?

ক্ষীর। দেখি? হাঁ, এখনও দু'একটা কালো কালো কি রয়েছে; তা হবে এখন, হাতবাছা করে নেব একবার।

বিমলি। বলি মা বাবুর তো সব হয়েছে বাড়ীতে এসে খিচুড়ি খাবেন, কিন্তু এদিকে আমরা তাঁর জন্যে রাস্তায় খিঁচুনি খেয়ে মরি কেন?

ক্ষীর। তুই আবার কিসের ■■ খিঁচুনি খেতে গেলি?

বিমলি। ওমা তা জাননা? দোকানে বসে সব ঘোঁট করছে, ভদ্দর লোকেরাও সব কত বলছে, আর ছোঁড়ারাতো একবারে বন্দমাতা গেয়ে বেড়াচ্ছে

ক্ষীর। কেন কি হয়েছে স্পষ্ট করে বলনা? বাবুর উপর কি কেউ রেগেছে? রোগীর বাড়ী টাকা কড়ি নিয়ে তো কিছু গোল হয়নি? কেউ কি জবাব দেবার পর ভিজিট দেয়নি?

বিমলি। ওগো নাগো না, সে কথা নয়, তার বাবুর খুব দয়া— সেদিন কেওলার মার কেওলার যখন নিরেশ হয়, বাবুকে সেইদিন ডেকে নে যায় না? তা তার তো ঐ দশা। পূরো বিজিট দেবে কোত্থেকে? একখানা কাঁসী আর পিলসুজ বাঁধা দিয়ে তের আনা না চোদ্দ আনা পয়সা যোগাড় করে, বাবুর পায়ের কাছে ধরে দিয়ে না মাগী কেঁদে পড়লো; বাবু অমনি তাড়াতাড়ি বল্লেন,—"থাক থাক বাছা তুমি ভয় কোরনা; আমার পেড়াপেড়ি নেই, যা পারলে এই ঢের।" এই বলে সেই পয়সা ক'গণ্ডা নিয়ে, বাবু আমার সন্তুষ্ট হয়ে এলেন; তার উপর মাগীকে পেরবোধ দিয়ে বল্লেন,—"যাও বাছা এইবার স্থির হয়ে লোকজন ডাকগে"

ক্ষীর। তা সে গুণ আছে, নৈলে কি আজকের বাজারে ■■ পসার হয়? কিন্তু তুই খিঁচুনির কথা কি বলছিলি?

বিমলি। ওগো এ জাতব্যবসা নিয়ে নয় ; সেই ষাঁড়ের কাজে কি হয়েছে।

ক্ষীর। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই লাপতিনীও কি বলছিল, সেটা কি সত্যি ?

নে-রস। গাড়ী খোল দেও—খোল দেও, এ্যাই ঝিম্মন, ব্যাগ উঠায়ে লেয়াও

বিমলি ওমা বাবু যে, আমি যাই, এইবার ডালগুলো রান্নাঘরে বামুন ঠাকরুণকে দিই গে।

[ প্রস্থান।

( রসময়ের প্রবেশ )

ক্ষীর কি আজ যে এত সকাল সকাল ফিরলে ?

রস কি আর মিছে ঘুরবো, কেস্‌কেশ্‌ আজ ক'দিনই নেই।

ক্ষীর। তা হবে বৈকি! ঐ জন্মেই তো দেবতা বামুনের উপর ভক্তি উঠে যাচ্ছে। কি টাকায় আমি মার বাড়ীর জন্মে পাঁচকড়া করে তুলে রাখি ; ঠাকুরমশায়ের কথায় মন্তর পর্য্যন্ত নিলেম, হাজার কাজ ফেলে দুটীবেলা জপ করি, যে কিসে একটু ডাক ডোকের মত ব্যামো স্যামো হয়,—তা কিছু নয় ? গেল বছর এলেন কি না প্লেগ্‌! বা একেবারে ডাক বুক ! জর জ্বাড়ি পর্য্যন্ত লোকে লুকুতে লাগলো। আর তোমায়ও বাবু বলি, তোমার আবার দুঃখুটুকু দাতব্যটুকু আছে ; কৈ যাও দিকি কাপড়ের দোকানে—দেখি কেমন কে গরিব বা আলাপী বলে একখানি গামছা অমনি দেয় ?

রস। কি জান, আমাদের প্রোফেসনে ওটা একটা বিশেষ—

ক্ষীর। থাক, থাক, তোমার আর লেক্‌চার দিতে হবে না। ভাল, ভাদ্দর গেল—এ বছর এমন বর্ষা,—ম্যালেরিয়ার কি?

রস। ম্যালেরিয়া হচ্ছে, তা হলে হবে কি? ঘরে ঘরে হোমিওপ্যাথিক বাক্সো, কুইনাইনের ভেল্কীও অনেকে বুঝেছে—; তার পর পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন, আর কবরেজদেরতো দিন-কাল পড়েছে।

ক্ষীর। ঐ এক মুখপোড়ারা গেছলো মরেছিল, কব্‌রেজির নামতো উঠে গেছলো; আর তুমি যেই পাশটী হলে, অমনি পোড়া বিধাতা যেন তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে বদ্দি মড়াদের জাগিয়ে দিলেন

রস। বিধাতাকে দোষ কেন? আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট দয়া আছে। এখানে আমার চেয়ে কার পসার? তবে ব্যবসা মাত্রেই উঠতি পড়তি আছে।

ক্ষীর। হ্যাঁ পসার! দোর দোর ঘুরে শরীর ক্লান্ত করে, কটা টাকা আনেন তাই ঢের হলো? আমার মামার বাড়ীর কাছে ঐ নগেন বদ্দি দেখতে দেখতে ফেঁপে পড়লো। সেবার ভাবির বের সময় গে দেখি, ও মা, সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত খদ্দের! ভিড় আর ফুরয় না। আর সব ওষুধ তো বিক্রী হচ্ছেই, এক থাস্‌বাইওয়ালা "কেশরঞ্জন" তেলগুলোর কাটতি কি! তুমিই তা চুল বাড়ে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছিলে।

রস। তা কি মিথ্যা দিয়েছিলেম? দু'শিশি "কেশরঞ্জন" মেখেই তা তোমার চুল ওঠা বন্ধ হয়েছিল? এখন যে অমন চুলগুলি কচকে হয়ে ঢেউখেলে উঠছে, হক বলতে, সেই তেলের গুণেই তো?

ক্ষীর। ইস্ ভিজে বেরাল আমার!—রসিকতাও আছে দেখছি যে?

রস। না না সে সব আমি জানিনা। ফ্যাক্ট—ফ্যাক্ট বলি,—

ক্ষীর। আর ফ্যাক্টে কাজ নেই, একটা ভাল এক্ট করতে বল্লে পার না। এই তেল তৈয়েরীর কথা কতদিন থেকে বলে এসেছি, তা হচ্ছে—হবে—বলে ইহজন্মেও হলো না। আচ্ছা এই বাঙ্গালা কাগজে যে ওষুধগুলোর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি দেখি, সবই তো বিক্রী হচ্ছে; বল্লেম বইটই দেখে সেই ওষুধই একটা ভাল টাল করে কর; এখনকার ছোঁড়াগুলো রাত জেগে পড়ে পড়ে, নানান রকম অত্যাচারে, শরীর মাটি করে ফেলে। বেশ বিক্রী হবে। তো তার কি করলে?

রস। সে তো করেছিলেম; কিন্তু কি জান—এক্সটেন্সিভ্ প্র্যাকটীস্ নিয়ে থাকতে হয় ওদিকে তো মন দেওয়া যায় না।—আবো পেতে একটা "সেএরেস" বেরিয়েছে সেটার অগুণ্তি কাট্তি হচ্চে; সুখ্যাতিও নাকি বেরিয়ে পড়েছে আমি নিজেরই পেসেণ্টদের ভেতর দেখেছি, কাজন ব্যবহার করে সেরে উঠেছে। লোকটার কপাল ভাল

ক্ষীর। কে লোকটা শুনি? কোথাকার লোক?

রস তা চিনিনি; কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাই,—রাণাঘাটে কে—জে, সি, মুখুর্য্যে—দিশী কেমিক্যাল ওয়ার্কস করেছে।

ক্ষীর। তুমিও কেন তাদের সঙ্গে বখরায় মেশনা।

রস। আমার যা প্র্যাকটীস আছে তাই ঢের; ওসব ভাল লাগেনা।

নেপথ্যে বালকগণ—

"ডাক্তার ভায়া ডাক্তার ভায়া আছ কি তাই ঘরে;
তোমার মুখটী দেখে বুকটী ফাটে প্রাণটী কেমন করে।"

রস কেও?

ক্ষীর তাই তো আমিও জিজ্ঞেস কচ্চি, কেও? কারা কি বলে?

( বালকগণের প্রবেশ )

বালকগণ।—চড়ে গাড়ী বাড়ী বাড়ী টিপতে গিয়ে নাড়ী।
গেছলে কেন কমিশনি নিতে তাড়াতাড়ি

[ দ্রুত প্রস্থান।

ক্ষীর বটে বটে, ঢলাঢলি বাজারে উঠেছে! ঘরে তো নাপতিনী ধিক্কার দিয়ে গেল, বিগ্লি ঝিও কি বলছিল, এখন ছেলেরা হাততালি দিচ্চে. এমন কীর্ত্তি করে এসেছ?

রস। তা—তা—কি করবো? ভবানী বাবু অত জেদ করলেন, তাঁর কথা কি ঠেলতে পারি? চিঠিখানা এক রকম

ক্ষীর আমি তা বলছিনা; কেন আগে সই করতে গেলে? আমি একটা বাঁদীর বাঁদী পড়ে আছি পরামর্শ নিতে নেই—জিজ্ঞেস করতে নেই? কার জন্যে তোমার এত আধিপত্যি হয়েছে? কে এমন গুছিয়ে তুলে দেছে? ছেলের বেরর সময় সাড়ে ন'হাজার চাইতে কি মুদ্দৎ হয়েছিল? কার বুকের বলে সে দর হেঁকে ছিলে? এই বাড়ী, ঘর দোর, সোণা দানা কার পরামর্শে হয়েছে?

বস। তা—তা—ক্ষীরোদা—তা তোমার পাদপদ্মের জোরেই তো সব। তুমি যে আমার লক্ষ্মী, আমি বাহন,—কালপ্যাঁচা মাত্র; তাকি ভুলবো!

ক্ষীর। তবে কেন এটার বেলায় আমায় জিজ্ঞেস করা হয়নি? আমি কি একটা নোবডি (Nobody)? আর যদি করেছিলে সই, তবে পেছিয়ে যাবার সময়ও তো আমার পরামর্শ নিলে না।

বস তা যাক যাক, ওতে তোমার আসল কাজের ক্ষতি হবে না, তোমার টাকার আমদানী তো কমবে না।

ক্ষীর। না তা কমবে না, কিন্তু পাড়ার পাঁচমাগী মুচকে হেসে চোখটিপে যখন ইসেরা করবে, তখন তো আমায় সইতে হবে? তুমিতো আর এসে ভাগ নেবে না?

বস। যা হবার হয়ে গেছে, ওকথায় কাজ নেই; এস ক্ষিদে পেয়েছে, খিচুড়ি নেবেছে?

ক্ষীব। খিচুড়ি তো নাববেই; আগে ভূত নাবাই!—আমি অমনি ছাড়বো? তোমার বুঝি নেহাত ক, ক্য, কর, খর, পড়া স্ত্রী পেয়েছ? এ্যান্সার মি—বল—বল?

(গীত)

লুক্ হিয়ার;—ইউ ডিয়ার হজ্‌ব্যাণ্ড মেরা।
নেড়ে খাড়্‌, মেরে ঝাড়্‌,
হলো (hallow) শির তোড়েগা তেরা।
হোয়াট্ বিজ্‌নেস্ হ্যাভ্-ইউ-হ্যাড্,
ইউ ফুল ফুল টুল ব্যাড্‌সে ব্যাড্;
যেতে যেতে হোয়ে ম্যাড্ ইস্তফাতে দিতে ঢেরা॥

হাউএভাব যেন গিয়ে ছিলে ইফ্,
কোন মুখেতে সুমুখেতে ফিরিয়ে নিলে ব্রিফ্;
নাউ এদিক উদিক ত্নদিক গ্রিফ্, কাজ করেছ সেবা।
ছি ছি এমন সিলি ইউ,
দেখেছিতো নিউ—তোমার মতন কিউ;
এখন কেঁউ কেঁউ করে ল্যাজ গুটিয়ে নিচ্ছ ঘরে ডেরা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

দি কস্‌মোপলিটান।

রাজা বিজয়কৃষ্ণ, কমল, ভূতনাথ, নেপেন, পিয়ারী, বঙ্কু, হরেণ, বরেণ, খগেন ও রঙ্গলাল ইত্যাদি।

ভূত। কেমন চেয়ারম্যানকে পারসন্যালি থ্যাঙ্ক দেওয়াটা ভাল হয়নি?

কমল। উত্তম হয়েছে; এতে আমাদের ভদ্রতাই রক্ষা পেয়েছে।

নেপেন। আর চেয়ারম্যান শেষটা মন্দ কার্টসি করেননি

পিয়ারী। কিন্তু ঐ যে কি একটা কথা উঠেছে, যে চেয়ারম্যান ডেকে ডেকে সব ঠাট্টা করেছেন?

নেপেন ও কিছু নয়;—আফিসের কতগুলো ছোঁড়া ঠাট্টা করে তৈয়ের করেছে।

বঙ্কু। আচ্ছা—রসময়টা কি কল্লে?

হরেণ ওটা ঐরকম পাগল, ওকথা ছেড়ে দিন ঐ ভবানীটে ইভিল জিনিয়াস্, ওর জন্যে আ'মাদের পর্য্যন্ত বদনাম হ'য়েছে।

খগেন। সে যা'ক, এখন আমাদের নেক্সট্ ষ্টেপ্ কি ?

কমল। একটা পাবলিক মিটিং করা আবশ্যক হয়েছে

বঙ্কু আর তাতে যাঁরা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেননি, তাঁদের কণ্ডক্ট রীতিমত কণ্ডেম্ করা উচিত

হরেণ। না—না, আমার মতে সেটা আবশ্যক নাই। যদি রেট্‌পেয়াররা রিজাইণ্ড কমিশনারদের থ্যাঙ্কস্ দেন, তাহলেই ইনফারেন্‌শ্যালী ওঁদের কণ্ডেম্ করা হ'ল, তার জন্যে আর সেপারেট্ রেজোলিউসনের দরকার নেই

বরেণ। তাহলে কিছুই হলো না আমার নিজে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু যে সব জেণ্টেলমেন্ আজ রিজাইন দিয়েছেন, রেটপেয়ারদের উচিত তাঁদের ডেমি-গড্‌সের মত পূজা করেন।— আর যাঁরা দেননি, ইন্‌দি ষ্ট্রংগেষ্ট্ টার্ম সেন্সার করেন।

বঙ্কু-পিয়ারী। তা বৈকি, ত বৈকি, বরেণ বাবু ঠিক বলেছেন।

কমল-নেগেন। না- না—সেটা আর কাজনেই

খগেন আমার বোধ হয় হরেণ বাবু ইজ্ রাইট ; আমাদের ডিউটি আমরা করেছি,—বাস্— নো মোর। রেট্‌পেয়াররা আমাদের এ্যাক্সন জজ করুন

বিমল। আমার বড় দুঃখ হচ্চে যে, আমাদের দেশে এখন এমন একজন লোক নেই, যিনি মিডিয়েটার হয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের এই গোলমালগুলো মিটিয়ে দেন অবশ্য আমায় যা বলবেন আমি তা করতে রাজী আছি আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের দেশের অবস্থা বড় মন্দ হয়েছে, কিন্তু তবু আমার

আশা আছে ; কেমনা আমাদের প্রেজেন্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর আর ভাইসরয় দু'জনেই মহাপ্রাণ, তার উপর ইংলণ্ডের 'সিম্প্যাথী আমরা অনেকটা পাচ্চি ; যদি এদিকে স্যাবজন উডবরণকে কেউ ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারেন, আর আপনাদের ভিতর দু'জন সিমলায় গিয়ে লর্ড কর্জ্জনকে বলেন,—যাতে সবদিক বজায় থেকে একটা মিটমাট হয়ে যায়।

কমল। ঠিক ঠিক—তারপর এখানে একান্ত না হয়, শেষ, আশাতো নাই ; বিলেতে চেষ্টা করে দেখা যাবে

পিয়ারী। সে হরেণ বাবুকেই যেতে হবে

হরেণ। আমায় মাপ করবেন আর আমি ওসব পেরে উঠছিনি। 'সিমলায় ডেপুটেশন পাঠাবার কথা বলছিলেন, But so far as I can understand it, we will get a slap—that's all.

বিজয়। তাতো হতেই পারে—তবে মনে করুন, কিক্ খাচ্চি, তার উপর আর একটা স্ল্যাপ হবে—মনে করুন এতে আর কি ?

রঙ্গ। দেখুন আমি আপনাদের কমিশনার নয়, সামান্য ব্যক্তি হেসে খেলে বেড়াই ; তবে আমার স্বল্প বুদ্ধিতে যা আসে তাই বলি—দেখুন রাজা যে মিডিয়েটারের কথা বল্লেন, এইটী আমাদের বিষম ওয়াণ্ট হয়েছে ; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে কেউ হবেন সে আশা ছেড়ে দিন। The days of Krishna Dass Pal are passed and gone ; তবে আমাদের বাঙ্গালী ভদ্রলোক অথচ একটু অফিসিয়াল পোজিসন্ আছে, যাঁর উপর গভর্ণমেন্টের কনফিডেন্স আছে, হায়ার কোয়ার্টারের সঙ্গে যাঁর একটু টচ্ আছে, এমন কোন জেণ্টেলম্যানকে আমাদের হয়ে দিয়ে গভর্ণ-

মেণ্টের কাছে মিডিয়েট্ করতে রাজী করাতে পারি, তাহলে বোধ হয় একটু কাজ হতে পারে নচেৎ হবে না বাবু যা বলেছেন স্ন্যাগ ; সার্প—স্মার্ট—অ্যাণ্ড সলিড্।

বিজয় রঙ্গলাল বাবু আপনি কি কাউকে মিন করে বলছেন ?

রঙ্গ যা করে বলি সেকথা নয়,—এই আমার কনভিক্সন্ ; আর আপনি জানতে ইচ্ছা করেন পরে এক সময় বলবো।

ভূত। তা বাপু অমন অফিসিয়াল টফিসিয়াল নিয়ে যা হয় করগে, আমায় বাপু আর জড়িও না ; আমি আর তোমাদের এসব মিটিং সিটিংএ নেই, তবে রিজাইন্‌টা দিতে বললে—দিলেম।

কমল সেকি মশাই ? এইতো সবে সুরু, একটা কাজের মতন কাজ হয়েছে এখনও ঢের বাকি ; এনারজিই বলুন আর এক্সপেন্সই বলুন এখন থেকেই আরম্ভ হবে খাটুনি খরচা দু'য়েরই সময় এই পড়লো।

ভূত। আমরা বুড়ো সুড়ো হয়েছি, এখন আর খাটতে পারি ? তোমরাই সব কর, আর খরচা—সে রাজা আছেন।

হরেণ সার্টেন্‌লি সার্টেন্‌লি ; হিজ্ নেম্ উইল গো ডাউন্ টু পষ্টেরিটি।

বিজয় দেখুন আমায় যখন যা বলেছেন দিয়েছি, করেছি—আবার বলেন—

রঙ্গ সার্টেন্‌লি নট্। দি কজ্ ইজ্ এ্যাজ্ মাচ্ আওয়ার্স এ্যাজ্ হিজ্ ; সকলেরই এতে স্বার্থ, বিপদ হলে সকলেরই মাথায় তা পড়বে। আপনারা এক রিজাইন দিয়েই যে মাথা কিনেছেন এমন কিছু কথা নয়। অবশ্য রাজার তুলনায় কম হতে পারে, কিন্তু সকলেরই তো মিল আছে, সকলেই নিজের নিজের

পকেট থেকে যথাসাধ্য দিন। অলরেডি রাজার উপর ঢের ট্যাক্স কর' হয়েছে

হরেণ। তা আপনারা দেবেন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ!

নেপেন। বটে, এবার আমরা আপনার ঠেঙ্গে রীতিমত আদায়—

কমল। না—না—না, উনি কাউন্সিলে আমাদের জন্ম যা করছেন, তাই যথেষ্ট।

নেপেন। কোয়াইট্ ট্রু, সে কথা কে অস্বীকার করবে!

বরেণ। বলি বাজে কথাই হচ্চে, রেজোলিউসন্‌গুলো কি তা ঠিক হলো না?

খগেন আমার বোধ হয় যে সাইলেণ্ট ডিগ্‌নিটী মেণ্টেন করা মন্দ নয়, অথচ একটা বেশ কনস্‌টিটীউসন্তাল এ্যাজিটেসন চলুক

পিয়ারী ও মশাই—ও মশাই শুনছেন? ইনি বলছেন সেই বটকৃষ্ণ আশ নাকি ইলেক্ট্ হবার চেষ্টা করছে

ভূত কে? সেই ছোঁড়া? যার মুখে ইংরেজীর ছুঁচোবাজী খেলে? আমাদের রিজাইন দেওয়াবার জন্তে যার মাথা ব্যাথা পড়েছিল?

কমল ছেড়েদিন ছেড়েদিন তার কথা, সে একটা ফুল; গাড়ীভাড়াও হয় না বলে কোর্টে যায় না। ঐ এক ছেলেদের হুজুকে সভা করে, খবরের কাগজে করেস্পণ্ডেন্স লিখে বহ্বাড়ম্বর করে বেড়ায়।

বরেণ। এ কিছুই হচ্চে না, এই যে এতবড় কাজ হলো; যাতে লোকের উচিত ডেমি-গড্‌স্ বলে—

খগেন। আমি বলি আজকে সবাই টায়ার্ড, কাল কি পরশু একটা কন্‌ফারেন্স করা যাক, তাইতে সব ঠিক করা যাবে।

সকলে। সেই বেশ—সেই বেশ।

নেপেন। রাজা কি বলেন ?

বিজয়। এ মন্দ কথা নয়; মনে করুন কি জানেন ? যাঁদের বড় মনে করছেন সে সব কোয়ার্টারে বিশেষ কোন আশা নাই। অবশ্য মনে করুন তাঁরা আমাদের এগেন্‌ষ্ট হবেন না; তাঁদের আমরা অবশ্য মান্য করি, কিন্তু মনে করুন তাঁরা উইল্ রাদার রিমেন্ এ্যালুফ্। তবে আমারতো বুঝেছেন যে পাব্‌লিক গুডের জন্য যা আবশ্যক আমি করবো; মনে করুন এর জন্যে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায়,—আর কাণ্ট্রীর ভাল হয়—

রঙ্গ। রাজা পার্‌মিট মি প্লিজ্; এই যে আমাদের আটাশ-জন ডিস্‌টিংগুইস্‌ড্ কমিশনারস্, শুধু কমিশনার বলি কেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের সোসাইটীর ইণ্টেলেকচুয়্যাল লিডার্স্, এঁরা যে আজ এতবড় একটা নোবল্ এক্‌জাম্‌পল্ দেখিয়েছেন, এর জন্য সফিসিয়াণ্টলি গ্রেট্‌ফুল হতে, কি এনাফ্ থ্যাঙ্কস্ দিতে আমরা পারিনা। দেয়ার ডিড্‌স্ উইল্ বি রেকর্‌ডেড্ ইন্ লেটারস্ অব্ গোল্ড অন্ দি হিষ্টোরিক্যাল্ পেজেস্ অব্ পষ্টেরিটী। কিন্তু এই মহান-হৃদয় যুবক, হিস্ ওয়ারদি সায়ন্ অফ্ আন্ এন্‌সেণ্ট নোবলফেমিলী, আপনার সমূহ আর্থিক লৌকিক ও সামাজিক ক্ষতি স্বীকার করে, নানাবিধ সমুজ্জল প্রলোভনের উপর প্রলো-ভনের লোভ সম্বরণ করে দেশের জন্য নগরবাসীদের আপ-নাকে তাঁদের সঙ্গে আইডেন্‌টিফাই করেছেন, পদ সম্পদ সামাজিক গৌরব অনায়াসলভ্য স্বার্থ দেশের জন্য বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন, তা দেখে আমি চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছি! তাঁর প্রশংসাবাদের বচন আমার অভিধানে কুলায় না! বয়োজ্যেষ্ঠ দীন আমি এই

মাত্র বলি যে,—সুখে, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, সন্তোষে, গৌরবে, গরীমায় নবীন রাজা দীর্ঘজীবী হউন্

সকলে। ব্র্যাভো—ব্র্যাভো! থ্রি চিয়ার্স ফর্ আওয়ার ইয়ং নোবল্ রাজা, এ্যাণ্ড থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার সাক্সেস উইথ্ দি বিনাইন্ গভর্ণমেণ্ট!

বিজয়। এ্যাণ্ড থ্রি টাইমস্ থ্রি চিয়ার্স মোর ফর্ আওয়ার ব্রেভ নোবল্ এ্যাণ্ড অন্সেলফিস্ এক্স-কমিশনার্স! রঙ্গলাল বাবু মাই থ্যাঙ্কস্ আর অলসো ডিউ টু ইউ।

[ সকলের প্রস্থান।

---

# সপ্তম দৃশ্য।

রাজপথ—রাইটার্স বিল্ডিং।

বটকৃষ্ণ।

বটু। লেডিস এ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন! আপনারা সকলে ঐক্যতান হয়েছেন, আর বিলম্ব নয়—দ্রুতগতি—এই দেশহিতৈষী নিঃস্বার্থপর বীরকে ভোট সম্প্রদান করুন কৈ—কৈ কেউ নেই! সিটীজেন্ যে কাকেও দেখতে পাচ্ছিনে; ঐ যে দু'চার জন আসচে না? মশাই মশাই আসুন, একটা ভারি দরকারি সংবাদ

( তিনজন চাষার প্রবেশ )

এয়েছ—বেশ বেশ; Romans! না—না Bengalians! Friends! Foes and countrymen and women! I come

to bury the resigned commissioners,—and not to praise them. Countrymen help me to ho ow a ground, that therein I may insert all the nob e and honorable men of my country! Former Commissioners used to call this land of Van de man's their mother country, but a more preposterous patriot your honorable servant call Calcutta his *grand-mother country*. Now who is the greater fool,—I mean Hero of the Two ,—

২য় চাষা বলি হাঁগা বাবু মাথায় সামলা জড়িয়েছ—তুমিই জড়িয়েছ, আমরা চাষা লোক হাটে বেচে খাই, ডেকে অত ইঞ্জিরী কবে গালাগালটে কেন দিলে বল দেখি? ইস্ ভাবি ভদ্দরলোক।

বটু পল্লিবাসিগণ।—

ছিরু আরে রাখ রাখ, পরে বাসি তুমিও খাও আমিও খাই

বটু ছি ছি খাওয়ার কথা নয় আমায় ভোট দাও, ভোট দাও; বড় সুযোগ বুঝছো না? রিজাইন দেওয়াবার জন্ত একমাস হাঁটাহাঁটি করেছি, তোমাদের লাইসেন্সি আছে, ভোট আছে আমায় দাও?

ধীরে. ও কি ব'লচেরে?

১ম চাষা ছিরু বুঝেছি রে, ভদ্দরলোকের ছেলের উপর সিছে রেগেছিলেম,—পড়ে শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেছেরে; কল থেকে গামছাখানা ভিজিয়ে নিয়ে আয়, মাথায় দে—মাথায় দে

ধীরে আনছি।

[ প্রস্থান।

১ম চাষা।। ও ধেরো—বাবুর মাথা থেকে সামলাটা খুলে দে, নে ঝট করে। (খুলিতে উদ্যত)

বটু। কি! কি! সাম্‌লা খোল কেন? মাই লিগাল ডিপ্লোমা। এডিটোবিয়াল্ এন্‌সাইন!

১ম চাষা। আরে বাবুর কি জ্ঞান আছে? খুলে নে হিঁচ্‌ড়ে, দে জল মাথায় আহা হা ভদ্দরনোকের ছেলে, বাপ মায়ে দেখেনা, এই বকম করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়!

(জল লইয়া ২য় চাষার প্রবেশ)

ছিক নাও মামা, একটা কলসী পেয়েছি; তুমি ধব আমি ঢালি

বটু আরে জল চাল্‌বে কি? আমার কোট ভিজে যাবে। একি ট্রিজন! (Treason) ট্রিজন. পুলিস পুলিস! সেন্ন-হেন্স-পেট্রিযট মাবা পড়ে, পেট্রিয়ট মারা পড়ে—

[সকলের প্রস্থান।

(মহিলাগণের প্রবেশ)

(গীত)

নয়তো এবা স্থানেব দাস
মানের মাথা ভাতে দিয়ে জাঁকা বাঁকা নামেব আশ।
বেঁচে থাক কালীনাথ, আছে বটে আছে ধাত;
হাত না তুলে পাত গুড়ুলে ছেড়ে কমিশানি চাষ।
চারিদিকে যশের গন্ধ, বন্দ্যনীয় সুরেন বন্দ্যো;
কৌন্সিলে করিবে দ্বন্দ্ব বিলটী যাতে না হয় পাশ

বসু বংশে পশুপতি, চোখে দেখে দেশের ক্ষতি,
হৃষ্ট মনে ভূপেন সনে ঘুরিয়ে নিলে ঘোড়ার রাশ।
বিদ্যাবলে বলীয়ান, হ'ল নগেন আগুয়ান,
চণ্ডী চলে সিংহ বলে তারি পাশে পাশ
দেখে সকল আশা লীন, জানকী নলিন,
ছিঁড়ে ঘোর, কর্ম্ম ডোর হলেন বাহিরে বিকাশ।
দর্পণে অর্পণ কায, বীরেন্দ্র নরেন্দ্র হায়,
দেখে স্বাধীনতা যায় হলেন হতাশ
সৈয়দকুলে সে নামজাদা, মৌলবী সামসুল হুদা ;
মর্ম্মে বুঝে কর্ম্মে জুদা প্রাণেতে উদাস।
দেবী, রাজু, বিনোদ সদাশয়,
কান্তি, জ্যোতি, অমৃত, অক্ষয়,
মন্মথ, মোহিনী, যোগী, তারণ, সুরেন দাস॥
লালবিহারী, মণিলাল, ছিক, রাধাচরণ পাল,
কাটাইযে মায়াজাল জোরে-জারে কাটালেন পাশ।
দেখে ধরণ সুরেন রায, সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সায়,
তবে অসময় **রামময়** পাশ দিয়ে তাস ;—
রঙের খেলায় ভ্যালা পেলে উপহাস।
যাক যাক যে যাক সে যাক,
আহা ভাল ক'টী সুখে থাক ;—
সাবাস সাবাস বলি **সাবাস আটাশ**॥

পট পরিবর্ত্তন।

সুসজ্জিত-তোরণ।

সমাপ্তি-সঙ্গীত

( অভিনেত্রিগণ )

ছুটো হেসে হুঁসে হাসিয়ে দেব এইটুকু সাধ আজ।
গানটান গেয়ে ফণ্ দেখাব নাইকো মনে ঝাঁজ
পাঁচজনার নাচন দেখে প্রাণটা ওঠে নেচে,
তাই ) হাসি ছড়াতে খুসি বাড়াতে মনটা আসে যেচে ;
তুষ্ট করতে কষ্ট করি রুষ্ট হয়ে দিওনা ভাই লাজ।
ঘটনার মিষ্ট রটনা নট নটীর কাজ॥
আমাদের কেউ নয়কো পর,
তোমরা সবাই মান্যবর ;
বে অই আটাশে হেসে হেসে পরাই বীরের তাজ॥
দেখো ভাই ঠিকটী থেক,
মানটী রেখ বদলোনাক ধাঁজ ;
যে মন্দ ভেবে সন্দ করে তার মাথায় পড়ুক বাজ॥

---

যবনিকা।
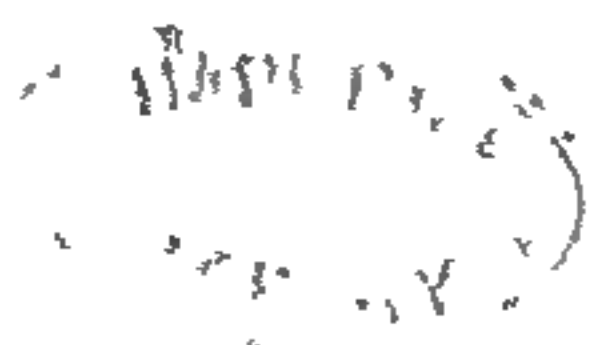
# মহিলাগণের স্বভাব

সুলভ লজ্জাবশতঃ, বিবিধ কষ্টজনক পীড়ায় তাঁহারা অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকেন  আমাদের "এসেন্স্ অভ্ অশোক' কিছুদিন নিয়ম মত সেবনে, বাধক, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, মৃতবৎসা দোষ, শ্বেত ব' রক্তপ্রদর, গুল্ম, রজঃ অনির্গম, অত্যধিক রজঃস্রাব, পেটে, পৃষ্ঠে, কোমরে বা উরুদেশে ব্যথা ও ভারবোধ, অকাল, অনিয়মিত বা কষ্ট ঋতু, বিবমিষা, নিদ্রাহীনতা, দৌর্ব্বল্য, মানসিক অবসাদ, শিরোরোগ, স্বল্পশ্রমে ক্লান্তিবোধ, রুক্ষস্বভাব, কপালে কুঞ্চিত দাগ, প্রাত্যহিক কার্য্যে বিরাগ, অপরের সংশ্রবে বিরক্তিবোধ প্রভৃতি কষ্টকর পীড়া ও উপসর্গ শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে দূর হয়  অবিশুদ্ধ ও রুগ্নজরায়ু সন্তানলাভের প্রধান অন্তরায়  আমাদের এই মহাশক্তি-শালী অশোক-সার জরায়ুর যাবতীয় দোষ

# গোপনে সংশোধন করিবার

এমন মহৌষধ আর নাই। দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে প্রস্তুত এই ঔষধ পরম বিশুদ্ধ; কোন প্রকার হানিকর দ্রব্য ইহাতে নাই, আস্বাদও বিকট বা থুক্কারজনক নহে। যাবতীয় স্ত্রীরোগ দূর করিয়া শারী-রিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উল্লাস প্রদান করিতে 'এসেন্স্ অভ্ অশোক অমোঘ ও অদ্বিতীয়। ইহা সেবনে দৌর্ব্বল্য ও অকাল-বার্দ্ধক্য দূর হইয়া, যৌবনোচিত লাবণ্য ও সামর্থ্য জন্মে  স্ত্রীরোগের বিবিধ কষ্টকর উপসর্গের

# একমাত্র অমোঘ উপায়

আমাদের এই অশোক-সার  সহজশরীরে সেবনে কান্তি বাড়ে, দেহ নীরোগ ও হৃষ্টপুষ্ট হয়  মূল্য দুইটাকা মাত্র  মাশুলাদি স্বতন্ত্র লাগে  রেলে লইলে মাশুল কম লাগে  কাহারও নাম প্রকাশ করিনা—ঔষধ গোপনে পাঠাই।

পাইবার একমাত্র ঠিকানা

জে, সি, মুখার্জি  ম্যানেজার।
ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্।
রাণাঘাট—বেঙ্গল।

# শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন কবিরাজের

মহাসুগন্ধি, অপূর্ব্ব

# কুন্তলবৃষ্য তৈল।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়

কুন্তলবৃষ্য তৈল—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধক।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—চিকুর-কান্তিপ্রদ।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—খালিত্য ও পালিত্য নাশে অদ্বিতীয়।

কেশের কমনীয় কান্তি বৃদ্ধি করিতে ও চিত্তের নিত্য প্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের তুলনা নাই। ইহা অনুপম, আদি ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ-গুণে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল কোন তৈলই এপর্য্যন্ত কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই

ইহার অনুপম সৌগন্ধে মুগ্ধ হইয়া

বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার লাটসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য, পরম প্রাজ্ঞ শ্রীযুক্ত

## রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়

ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ বিচারপতি, ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতার, মাননীয়

## শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়

কুন্তলবৃষ্যের স্নেহগুণে পরম আনন্দিত।

রঙ্গপুরের স্বর্গগত

## মহারাজা গোবিন্দলাল রায়,

ইহার অমূল্য ও অতুল্য নিত্য সৌগন্ধে পরম প্রীত হইতেন,—অপরাপর বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, ধ্যায়বান্ ও সমৃদ্ধিমান্ সকলেই কুন্তলবৃষ্যের মনোমদ মাধুর্য্যে চিরমুগ্ধ।

এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা

ভি, পিতে লইলে মোট খরচ ১৷৴০। ১ ডজনের মূল্য ১০৲। ভি, পি, ১২৸০।

## কবিরাজ আশুতোষ সেন,—চিকিৎসক।

আদি আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়, ১৪৩ নং ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

## মহাসুগন্ধি, মস্তিষ্কস্নিগ্ধকর ও কেশবর্দ্ধক তৈল

# শোভনা।

মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা   ডজন ১০৲টাকা   মাশুল ৵০ আনা।

এই তৈল ব্যবহারে শিরঃপীড়া শিরোঘূর্ণন হস্ত, পদ ও চক্ষু জ্বালার শান্তি এবং ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশের উৎপত্তি হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোমোহকর ও ২৩ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী। ইহার মস্তিষ্কস্নিগ্ধকারিণী শক্তি জগতে অতুলনীয়। ইহা সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত। পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ যে সকল বনজ দ্রব্যকে কেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই সকল উপাদানেই শোভনা প্রস্তুত করিয়াছি, সুতরাং ইহা যে কেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কবিরাজ শ্রীপূর্ণচন্দ্র বৈদ্যভূষণ।
৯০ নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা

"মহাশয়,—আপনি আমাকে যে এক শিশি শোভনা ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। শোভনা আমি নিজে ব্যবহার করিয়া বড় প্রীত হইয়াছি। জবাকুসুম', 'কুন্তলবৃষ্য' বা 'কুন্তলীন' অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় নাই। ইহার সুগন্ধ অতি মনোহর ..

উলুবেড়িয়া,
১৯এ আগষ্ট, ১৮৯৯ } স্বাঃ শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।
মুন্সেফ, উলুবেড়িয়া কোর্ট

কলিকাতা ডফ্ কলেজের বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম এ মহোদয় শোভনা সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা এই :—

*To*

KAVIRAJ PURNA CHANDRA BAIDYA BHUSAN,

I have been using your Hair-oil *Sovana* for some time. Since using it I have discarded all others. It is cool to the head and sweet to the smell.

(Sd.) JNAN CHUNDER GHOSE M. A.
Professor of Physical Science & Mathematics,
*30th July* 1899   *Duff College.*

# কুন্তলীন।

## সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ-তৈল।

কুন্তলীন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল এবং কুন্তলীন বাহির হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে। কিন্তু উপকারিতায় এবং সৌগন্ধে কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। কুন্তলীনের সৌরভের নিকট পমেটম, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত।

কেবল বঙ্গদেশে নহে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে কুন্তলীন যে প্রকার প্রচলিত হইয়াছে তাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব। এমন কি সুদূর ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে পর্য্যন্ত কুন্তলীন ব্যবহৃত হইতেছে ইহা আমাদের গৌরবের বিষয় বটে। যাঁহারা দশগুণ মূল্যের তৈল অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারেন এই প্রকার কত রাণী মহারাণী পর্য্যন্ত অন্যান্য তৈল পরিত্যাগ করিয়া এখন কুন্তলীন ব্যবহার করিতেছেন। কুন্তলীনের শ্রেষ্ঠতার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক।

আর এক কথা—কুন্তলীন কয়েক বৎসর মাত্র বাহির হইয়াছে কিন্তু ইহার মধ্যেই জাল ও নকল কুন্তলীনে বাজার ভরিয়া গিয়াছে। অসংখ্য সুবাসিত তৈল থাকিতে জুয়াচোরগণ অন্যান্য তৈল ফেলিয়া কুন্তলীন এত নকল করিতেছে কেন? কুন্তলীনের বিক্রয়াধিক্যের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কি হইতে পারে?

এইচ, বসু, পারফিউমার
৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত ও প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মেডিকেল লাইব্রেরী শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এবং ষ্টার থিয়েটারে আমার নিকট ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

| পুস্তক | মূল্য | পুস্তক | মূল্য |
|---|---|---|---|
| বিমাতা ব বিজয় বসন্ত | ৸০ | ব্রজলীলা ও চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে একত্রে | ৴০ |
| তরুবালা | ৸০ | চোরের উপর বাটপাড়ি ও ডিস্মিশ্ (একত্রে) ০ স্থলে | ০ |
| হীরকচূর্ণ | ৶০ | নসীরাম | ৷৶০ |
| তাজ্জব ব্যাপার | ০ | বৌ-মা | ৷০ |
| রাজা বাহাদুর | ০ | গ্রাম্য বিভ্রাট | ৷/০ |
| কালাপানি | ৷০ | সতী কি কলঙ্কিনী | ০ |
| বিবাহ বিভ্রাট | ৷০ | হরিশ্চন্দ্র | ৷৶০ |
| বাবু | ৶০ | সাবাস আটাশ | ৶০ |
| একাকার | ৶০ | | |
| বিলাপ | ৶০ | | |

যাঁহার প্রয়োজন হইবে উক্ত ঠিকানায় মূল্য পাঠাইলে পাইবেন। ডাক-মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

---

## ৺কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ ৪্ স্থলে ২্।
গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ ৪্ স্থলে ২্।
গ্রন্থাবলী ৩য় ভাগ ২্ স্থলে ১্।
গ্রন্থাবলী ৪র্থ ভাগ ২্ স্থলে ১্
গ্রন্থাবলী ৫ম ভাগ ২্ স্থলে ১্
গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ ভাগ ২্ স্থলে ১্।
গ্রন্থাবলী ৭ম ভাগ ২্ স্থলে ১্।

## উক্ত কবিবর প্রণীত, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

নরমেধ যজ্ঞ ৷৷০, লয়লা মজনু ০, ঋষ্যশৃঙ্গ ৷০, বেনজীর বদ্রেমুনীর ৷০, ধীর ৷৶০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অস্ত্র-চিকিৎসক, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটী ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের মেম্বর ও কবিরাজী শিক্ষা এবং ডাক্তারি-শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

# অশোকারিষ্ট

( সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ । )

বঙ্গ-ললনার লজ্জা-ভূষণ দ্বারা আজিও বঙ্গদেশ সমালঙ্কৃত। সেই কারণেই আমরা বুঝিতে পারি না যে আমাদের ঘরে ঘরে কত দুঃখী রোগের দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতেছেন প্রাণান্ত পর্য্যন্ত দুর্বিসহ যাতনাভোগ করিলেও অনেকে স্বামীর নিকটেও রোগ গোপন রাখিয়া থাকেন। বাধক, অতিরিক্ত রজোনির্গম, উদরে বেদনা, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা, অকালে প্রসব, মৃতবৎসা দোষ, প্রদর প্রভৃতি রোগে অনেককেই পুত্রলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। হাতুড়ের নিকট টোট্‌কাটাট্‌কি ঔষধ খাইয়া চিরতরে সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন। আমি এই সকল উৎকট রোগ নিবারণ জন্য আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীরোগ-নাশক অশোকছাল ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে অনায়াস-সেব্য এই "অশোকারিষ্ট" প্রস্তুত করিয়াছি। ইহা সেবনে বাধক, রজঃ অনির্গম, অতিরিক্ত রজোনির্গম, প্রদর, শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, আর্ত্তবের বিবর্ণতা, উদরের বেদনা, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, গর্ভগ্রহণে অক্ষমতা প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরোগ নিবারণ ও জরায়ু পরিশোধিত হইয়া থাকে। ইহা প্রসবান্তে সেবন করিলে দুরারোগ্য সূতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা বিদূরিত হয়।

আমার "আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ" গ্রন্থ বিনামূল্যে পাইবেন।

এক শিশি ঔষধ ও এক কৌটা ১৬টী বটিকার মূল্য ১॥০ টাকা, ডাক মাশুল ও প্যাকিং ।৵০ আনা, ভিঃ, পিতে লইলে ২।০ ।

আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়,

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটী বাজার, কলিকাতা।

THE WONDERFUL DISCOVERY OF THE AGE,

# OUR ACETYLENE GAS APPARATUS.

Produces the most beautiful and brilliant light far superior to any other light ever invented. The process of the apparatus is very simple. Prices ranging from Rs. 6—upwards with dome complete and Rs. 1 8 to Rs. 3 without it

Calcium carbide can be had here at annas 9 per pound.

For details apply to
A. P. DATTA & Co.
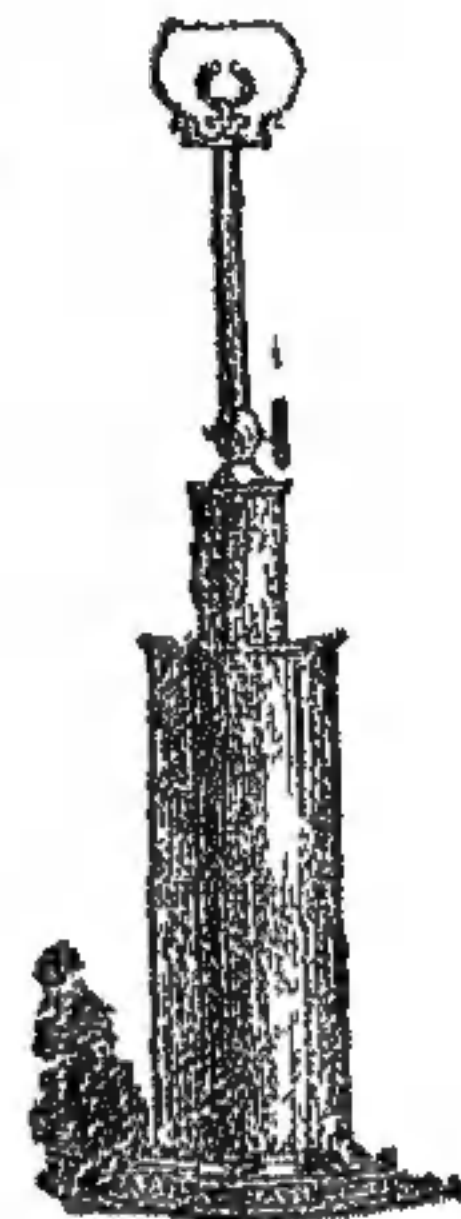
*65, Hurry Ghose's Street, Calcutta.*

---

# ASTHMA SPECIFIC.

## হাঁপানি রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

ঢাকার নবাব সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ফ্যামিলি ডাক্তার

## K. N. GHOSH.

এই ঔষধ সেবনে বহুসংখ্যক হাঁপানিরোগী একেবারে আরোগ্য হইয়া ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, ছাপান বিস্তারিত প্রশংসাপত্র ঔষধের শিশির প্যাকেব ভিতরে আছে।

মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, ডজন ২১৲ টাকা, অর্দ্ধ ডজন ১১৲ টাকা, সিকি ডজন ৫।০ টাকা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। রেলে ঔষধ পাঠাইবার সুবিধা থাকিলে মাশুল অনেক কম পড়ে।

ডাক্তার শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

২৮ নং দুর্গাচরণ মিত্রের [illegible] কলিকাতা।